জনস্বাস্থ্য রক্ষায় গণপরিবহনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োগ

ডেভলপমেন্ট এ্যাকটিভিটিস অফ সোসাইটি (ডাস্)

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় গণপরিবহনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োগ

DAS
DEVELOPMENT ACTIVITIES OF SOCIETY (DAS)

উপদেষ্টা
মো: আবুল কালাম আজাদ
নির্বাহী পরিচালক, ডেভলপমেন্ট এক্টিভিটিস অফ সোসাইটি ডাস্

সম্পাদনা
মো: আমিনুল ইসলাম বকুল, টীম লিডার, ডাস্ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
মো: আসরার হাবীব, পলিসি এনালিষ্ট, ডাস্ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

সহযোগিতায়
দোয়া বক্স শেখ, ম্যানেজম্যান্ট লীড, ডাস্ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
মোয়াজ্জেম হোসেন, সিনিয়র প্রকল্প কর্মকর্তা, ডাস্ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
রুপালী খাতুন, হিসাব ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ডাস্ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
মো: রবিউল আলম, প্রকল্প কর্মকর্তা, ডাস্ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

কারিগরি পরামর্শ
দি ইউনিয়ন

প্রকাশকাল
আগষ্ট, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

প্রকাশনায়
ডেভলপমেন্ট এক্টিভিটিস অফ সোসাইটি

ডিজাইন ও মুদ্রণ
সিদ্দিকুর রহমান, খেয়া প্রিন্টিং প্রেস, ০১৭১২ ২১৭১৫২

এই বুকলেটটি ডেভলপমেন্ট এ্যাকটিভিটিস অফ সোসাইটি-ডাস্ এর কোন আনুষ্ঠানিক প্রকাশনা নয় এবং সকল অধিকার ডাস্ কর্তৃক সংরক্ষিত। বুকলেটটি অবাধে পর্যালোচনা, আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে পুনরায় ব্যবহার বা অনুবাদ করা যেতে পারে, তবে বিক্রির জন্য বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য নয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন। গত ২০১৬ সালের ৩০-৩১ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন' শীর্ষক দক্ষিণ এশীয় স্পিকারস সামিটের সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ঘোষণা দেন।

ঋঈঞঈ 'তে স্বাক্ষরের পর ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর সীমাবদ্ধতাসমূহ দূর করে ২০১৩ সালে আইনটি সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করে সরকার। এরপর ২০১৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ সংশোধিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতায় এসডি-জি'র স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যে এফটিসিটিকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যার ধারাবাহিকতায় তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে মূলধারার উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

একটি সুস্থ্য জাতি গঠনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগ আমাদের উৎসাহিত করছে, অনুপ্রাণিতও করছে। তার এই ঘোষণার মধ্যে দিয়ে দেশে তামাকবিরোধী কর্মকান্ডের গতি বেড়েছে, যার ফলাফল ইতোমধ্যে পাওয়া শুরু হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় তিনি পরিকল্পনা হিসেবে তিনটি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন-

- ★ প্রথম ধাপে দেশব্যাপী জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করা
- ★ দ্বিতীয় ধাপে শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি গ্রহণের উদ্যোগ নেয়ার কথা
- ★ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের জন্য সবধরণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা ও আইনগুলোকে এসডিজি বাস্তবায়নের অগ্রাধিকারের সাথে মিল রেখে আইনগুলোকে বাংলাদেশ বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (FCTC)'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।

গ্যাট্‌স বাংলাদেশ ২০১৭ রিপোর্ট

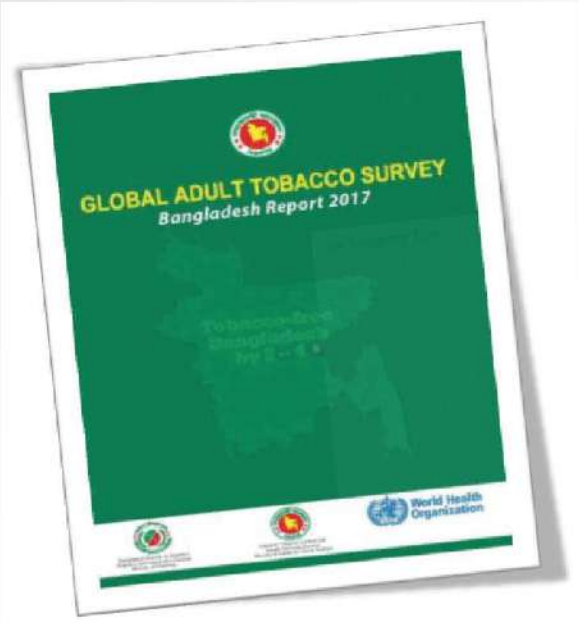

	প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ	শতকরা হার		
		সর্বমোট	পুরুষ	নারী
তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার				
মোট ব্যবহারকারী	৩ কোটি ৭৮ লক্ষ	৩৫.৩%	৪৬%	২৫.২%
ধূমপান করে	১ কোটি ৯২ লক্ষ	১৮%	৩৬.২%	০.৮%
সিগারেট পান করে	১কোটি ৫ লক্ষ	১৪%	২৮.৭%	০.২%
বিড়ি পান করে	৫৩ লক্ষ	৫%	৯.৭%	০.৬%
ধোঁয়াবিহীন তামাক	২ কোটি ২ লক্ষ	২০.৬%	১৬.২%	২৪.৮%
পানের সাথে তামাক	২ কোটি	১৮.৭%	১৪.৩%	২৩%
গুল ব্যবহার করে	৩৯ লক্ষ	৩.৬%	৩.১%	৪.১%
পরোক্ষ ধূমপানের শিকার				
বাসাবাড়িতে	৪ কোটি ৮০ লক্ষ	৩৯%		
কর্মক্ষেত্রে	৮১ লক্ষ	৪২.৭%		
গনপরিবহনে	২ কোটি ৫০ লক্ষ	৪৪%		

গ্যাটস রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৯ সালে মোট তামাক ব্যবহারকারীর হার ছিলো ৪৩.৩% বা ৪ কোটি ১৩ লক্ষ। গত ৮ বছরে বাংলাদেশে তামাক ব্যবহার ১৮.৮ শতাংশ হ্রাস পেলেও বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণের অগ্রগতি, ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়।

ক্রমিক	সূচি	পৃষ্ঠা
১.	ভূমিকা	
২.	ডাস্-তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	
৩.	ডাস্-জরিপ কার্যক্রম (অংশ বিশেষ)ঃ	
	৩.১ সড়ক পরিবহন ও টার্মিনাল এলাকায় বেজলাইন জরিপ ২০২০	
	৩.২ সড়ক পরিবহন ও টার্মিনাল এলাকায় কমপ্লায়েন্স মনিটরিং জরিপ ২০২২	
	৩.৩ সড়ক ও নৌ পরিবহন এবং টার্মিনাল এলাকায় বেজলাইন জরিপ ২০২২	
৪.	ডাস্-তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ফলাফল	
৫.	আগামীর পরিকল্পনা	
৬.	তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আইন ও বিধিসমূহঃ	
	৬.১ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩)	
	৬.২ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৫)	
	৬.৩ সড়ক পরিবহণ আইন ২০১৮ এর অংশ বিশেষ	
	৬.৪ সড়ক পরিবহণ বিধিমালা ২০২২ এর অংশ বিশেষ	
	৬.৫ রেলওয়ে আইন ১৮৯০ এর অংশবিশেষ	
	৬.৬ কিশোর ধূমপান আইন ১৯১৯ এর অংশবিশেষ	
	৬.৭ অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল আইন ২০১৯ এর অংশ বিশেষ	
	৬.৭ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা এর অংশ বিশেষ	
৭.	ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) বাস্তবায়নে গণপরিবহন	
৮.	মালিক, শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়ক প্রস্তাবনা সংযুক্তি:	
	৮.১ পাবলিক পরিবহণে ধূমপানমুক্ত সাইন/ষ্টিকার স্থাপন সংক্রান্ত বিআরটিএ চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত চিঠি [৬-১-২০১১]	
	৮.১ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ বাস্তবায়নের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সভার সিদ্ধান্ত জানিয়ে অধীনস্তঅধিদপ্তরসমূহকে দেয়া উপসচিব স্বাক্ষরিত চিঠি [২-১-২০১৭]	
	৮.২ বিআরটিসি'র গাড়ির ভিতর ধূমপান ও কর্তব্যরত অবস্থায় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা প্রসঙ্গে বিআরটিসি চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত চিঠি [১২-১০-২০১৭]	
	৮.৩ বিআরটিএ'র সকল অফিস ধূমপানমুক্ত ঘোষণা এবং সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শনপ্রসঙ্গে বিআরটিএ চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত চিঠি [১৯-৫-২০১৯]	
	৮.২ পাবলিক পরিবহনসমূহে ধূমপানমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে ধূমপানমুক্ত সাইন/ষ্টিকার প্রদর্শন প্রসঙ্গে বিআরটিএ চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত চিঠি [১৯-৫-২০১৯]	
	৮.৩ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ঢাকা নদীবন্দর ও নৌ-যানসমূহে ধূমপানমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখাপ্রসঙ্গে বিআইডব্লিউটিএ যুগ্ম-পরিচালক (বন্দর) স্বাক্ষরিত চিঠি [১৫-৩-২০২০]	
	৮.৪ ধূমপান বিরোধী স্টিকারে বিআরটিএ এর মনোগ্রাম/লোগো ব্যবহারে অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে বিআরটিএ চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত চিঠি [৪-২-২০২১]	
	৮.৫ ধূমপান বিরোধী স্টিকারে বিআইডব্লিউটিএ এর মনোগ্রাম/লোগো ব্যবহারে অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের উপপরিচালক স্বাক্ষরিত চিঠি [১৫-১১-২০২২]	
	৮.৬ বিআইডব্লিউটিসি এর লোগো ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে বিআইডব্লিউটিসি চেয়ারম্যানস্বাক্ষরিত চিঠি [১৪-৬-২০২৩]	
	৮.৭ নৌপরিবহন (লঞ্চ ও ফেরী) সমূহকে তামাকমুক্ত করা প্রসঙ্গে উপসচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের চিঠি [২-৫-২০২২]	
	৮.৮ টিটিসিসমূহে পরিচালিত ড্রাইভিং কোর্সে তামাক বিরোধী সচেতনতামূলক ভিডিও প্রদর্শন প্রসঙ্গে পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা) স্বাক্ষরিত বিএমইটির চিঠি [১৬-৮-২০২৩]	

ভূমিকা

তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য প্রাণঘাতী ও জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। গ্লোবাল এডাল্ট টোবাকো সার্ভে ২০১৭ ও টোব্যাকো এটলাস ২০১৮ প্রতিবেদন-এর তথ্য বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা তামাক নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ও আইনের যথার্থ প্রয়োগে সহযোগিতা করতে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ডেভলপমেন্ট এ্যাকটিভিটিস অফ সোসাইটি-ডাস্ একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, জুলাই ১৯৯৮ থেকে প্রধানত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং ২০০৬ সাল থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম শুরু করে।

ডাস্-তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ২০২০-২০২২

শিরোনাম: তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ঢাকা শহরের গণপরিবহন ধূমপান মুক্তকরণ।

উদ্দেশ্য: তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে ঢাকা শহরের গণপরিবহন এবং আন্তঃনগর বাস টার্মিনাল এলাকায় ধূমপান নিয়ন্ত্রণ করা।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য গণপরিবহন হলো সড়ক ও নৌপরিবহণ। বাস বা লঞ্চ টার্মিনাল এলাকায় দোকান, ক্যান্টিন এবং গণপরিবহনের ভিতরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়। এখানে, তামাকজাত দ্রব্য বিক্রির ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। টার্মিনাল এলাকাসহ ঢাকা নগরীর তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং গণপরিবহন পরিচালিত হয় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে। যেকোন গণসংযোগ ও জনসচেতনতামূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে এখানে গ্রহণযোগ্য এবং প্রভাব বিস্তারকারী সংস্থা বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন।

দি ইউনিয়ন -এর সহযোগিতায়, সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে ডাস্ ঢাকার পাবলিক ট্রান্সপোর্ট এবং টার্মিনালগুলিতে ধূমপান বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রধান কার্যক্রমগুলো হলো- জনসচেতনতা বৃদ্ধি, সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সংবেদনশীল করা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে অধিক কার্যকর ও সম্পৃক্ত করা।

২. ডাস্ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

ঢাকার পাবলিক ট্রান্সপোর্ট এবং টার্মিনালগুলিতে ধূমপান বন্ধ করার জন্য ডাস্ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। প্রধান কার্যক্রমগুলো হলো, তামাক নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সংবেদনশীল করা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে অধিক কার্যকর ও সম্পৃক্ত করা।

প্রতিদিন প্রায় ৩০ হাজার আন্তঃজেলা বাস এবং ৪.৫ হাজার লোকাল বাস ঢাকায় লক্ষাধিক যাত্রী পরিবহন করে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, বিআরটিএ, সিটি কর্পোরেশন, টার্মিনাল ইজারাদার এবং বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নগুলো পরিবহন সেক্টরে প্রচলিত রীতি ও আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যার যার অবস্থান থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। ডাস্ এই স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় গণপরিবহন ও আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালগুলোতে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতি ও আইনের বাধ্যবাধকতা বিষয়ে নানামূখী প্রচারাভিযান পরিচালনা এবং প্রচার উপকরণ বিতরণ করে পরিবহন কর্মীসহ সাধারণ যাত্রীদের অবহিতকরনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে।

গণপরিবহনে তামাক নিয়ন্ত্রণে করণীয় বিষয়ে চালকসহ পরিবহন কর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করছে ডাস্। এছাড়া মোবাইল ফোন ও সামাজিক মাধ্যমে পরিবহন চালকদের সতর্কতামূলক বার্তা পাঠিয়ে এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ওয়ার্কশপ আয়োজন করে তাদেরকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বিষয়ে সংবেদনশীল করছে।বিআরটিসি নীতিনির্ধারকদের সাথে আলোচনা করে তাদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ সেশনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করতে ডাস্ গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করেছে এবং তদনুযায়ী প্রশিক্ষণ ক্লাসে ফ্যাসিলিটেটরের ভূমিকাও পালন করছে। টার্মিনালের ভিতরে ধূমপানের অবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার জন্য ডাস্ প্রতিটি টার্মিনালে পরিবহন নেতা ও শ্রমিকদের সমন্বয়ে ভিজিল্যান্স টীম গঠন করেছে। টার্মিনাল এলাকায় অভিযোগ বাক্স স্থাপন করে ধূমপানের ঘটনার বিপরীতে সাধারণ যাত্রীদের অভিযোগ প্রদানের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেছে। ধূমপানের ঘটনার বিপরীতে অভিযোগ প্রাপ্তির ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও ভিজিলেন্স টীম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। গণপরিবহনে ধূমপানের ঘটনায় এখন সাধারণ যাত্রীদের প্রতিবাদের হার লক্ষ্যণীয়।

সরেজমিন পর্যবেক্ষণে জানা গেছে, প্রতিটি টার্মিনাল এলাকায় সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি থাকলেও আইন প্রয়োগের ক্ষমতা তাদের নাই। অন্যদিকে বিআরটিএ মোবাইল কোর্ট পরিচালিত করলেও তামাক নিয়ন্ত্রণের মত জনস্বাস্থ্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ এখানে করেনা। গণপরিবহনে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ থাকলেও এগুলোর বেশির ভাগ ছিলো অস্পষ্ট যা বুঝা যায় না। বেশির ভাগ (৮৮%) পরিবহন কর্মী জানিয়েছেন, তাদের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কোন নির্দেশনা পায়নি। সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা জেলা প্রশাসন এবং বিআরটিএ এনফোর্সমেন্ট বিভাগের সাথে ডাস্-এর যোগাযোগ এবং একাধিক আলোচনা সভা আয়োজনের ফলাফল স্বরুপ বিআরটিএ জনস্বার্থ রক্ষায় তাদের মোবাইল কোর্ট কার্যক্রমে তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সংযোজন করেছে। বিআরটিএ নীতি নির্ধারক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে একাধিক বৈঠক থেকে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অর্জন হলো, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট-এ টিসি আইন বাস্তবায়নের জন্য আইন প্রয়োগের একটি টেকসই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিআরটিএ রেজুলেশনে এনেছে এবং আইনের প্রয়োগ নিশ্চিতে ডাস্-এর একটি গাইডলাইন তাদের বিবেচনাধীন রয়েছে।

পরিবহন সেক্টরে তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে আলোচনার জন্য বিআরটিএ তাদের ত্রৈমাসিক 'অংশীজন সভা'তে ডাস্ কে নিয়মিত আমন্ত্রণ জানায়। এছাড়া স্থানীয় এনজিও যারা তামাক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কাজ করছে তাদের সাথে ডাস্ সহযোগিতা ও তথ্য আদান-প্রদানের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। সদরঘাট, পাটুরিয়া এবং গোয়ালন্দ লঞ্চ টার্মিনালের মাধ্যমে দেশের ৪৫ টি রুটে প্রতিদিন ১.৫ লক্ষাধিক যাত্রী দৈনিক যাতায়াত করে থাকে। সড়ক বিভাগের সাথে কাজ করতে গিয়ে ডাস্ এর উপলব্ধি হয়, লঞ্চ-ফেরী ও নদী বন্দর এলাকায় একটা বড় সংখ্যক মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়।

নৌপথের অবস্থা আরো ভালোভাবে জানতে ডাস্ বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্যদের সাথে নিয়ে সদরঘাট, চাঁদপুর, আরিচা এবং দৌলতদিয়া ঘাট এলাকা সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে। পর্যবেক্ষণকালে দেখা গেছে, নৌ-পথে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার তুলনামূলক বেশী। লঞ্চ বা ফেরীগুলোতে ক্যান্টিনে তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বিক্রি হওয়ার ফলে যাত্রী বা পরিবহনকর্মীরা যত্রতত্র বাধাহীনভাবে ধূমপান করে থাকে যা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও নৌ-চলাচল আইনের লঙ্ঘণ।

এ পর্যায়ে, ২০২২ সালে ডাস্ তার চলমান কার্যক্রমের সাথে নৌযান ও টার্মিনাল এলাকা সংযুক্ত করে। দ্বিতীয় ধাপে, সড়ক পরিবহণের পাশাপাশি নৌ-যান এবং নদীবন্দর এলাকাতেও সাধারণ যাত্রী ও পরিবহন কর্মীদের অবহিত করতে এবং কর্মীদের সংবেদনশীল করতে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ পর্যায়ে বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউ-টিসি এবং মানিকগঞ্জ ও গোয়ালন্দ পৌরসভা ডাস্-কে সব ধরনের সহযোগিতা করে।

ডাস্-তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ২০২২-২০২৪

শিরোনাম: ঢাকার বাস ও নৌপথ লঞ্চ টার্মিনালকে ধূমপানমুক্ত এবং ট্যাপস (এঞঅচং) মুক্ত করতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগ।

উদ্দেশ্য: গণপরিবহন, নৌপথে, লঞ্চ, ফেরী এবং আন্তঃনগর টার্মিনালগুলিতে ধূমপান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে অবদান রাখা।

৩. ডাস্-জরিপ কার্যক্রম

৩.১ সড়ক পরিবহন ও টার্মিনাল এলাকায় বেজলাইন জরিপ ২০২০

গণপরিবহনে ধূমপানমুক্তকরণ বিষয়ে আগ্রহ ও প্রভাব বিবেচনায় ডাস্ শুরুতেই স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত করে এবং নির্ধারিত কর্ম এলাকায় একটি বেজলাইন জরিপ করে।

জরিপ ২০২০ থেকে জানা যায়, টার্মিনালগুলোতে সাধারণ যাত্রী ও পরিবহন কর্মীরা ধূমপান করে থাকেন। গণপরিবহনের ভিতরে যাত্রীদের কেউ ধূমপান করে না, কিন্তু লোকাল পরিবহনগুলোতে কিছু ক্ষেত্রে ড্রাইভার বা কন্ডাক্টররা ধূমপান করে থাকে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও এর বিধিগুলো সম্পর্কে পরিবহন কর্মীদের জ্ঞান ছিলো খুবই কম। মাত্র এক তৃতীয়াংশ গণপরিবহন ধূমপানমুক্ত পাওয়া গেছে এবং দুই তৃতীয়াংশ গণপরিবহনে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ থাকলেও এগুলোর বেশির ভাগ ছিলো অস্পষ্ট যা বুঝা যায় না। বেশির ভাগ (৮৮%) পরিবহন কর্মী জানিয়েছেন, তাদের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কোন নির্দেশনা পায়নি।

বেজলাইন জরিপ ২০২০ এ প্রাপ্ত ফলাফল

৩৪% গণপরিবহন সম্পুর্ন তামাকমুক্ত
৬৩% পরিবহনে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ আছে যার ৬২% অস্পষ্ট
৫২% যাত্রী, ৬৬% পরিবহন কর্মী টার্মিনাল এলাকা এবং গণপরিবহনে ধূমপান ঘটনার মখোমুখি হয়েছেন
৮৯% যাত্রী এবং ৯৭% পরিবহন কর্মী ধূমপানের প্রত্যক্ষক্ষতি সম্পর্কে অবহিত
৭৩% যাত্রী এবং ৫৫% পরিবহন কর্মী ধূমপানের পরোক্ষক্ষতি সম্পর্কে অবহিত
৬১% যাত্রী এবং ৫৫% পরিবহন কর্মী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অবহিত
৩৪% যাত্রী গণপরিবহনে ধূমপানের প্রতিবাদ করেছেন।

৩.২ সড়ক পরিবহন ও টার্মিনাল এলাকায় কমপ্লায়েন্স মনিটরিং জরিপ ২০২২

দুই বছর কার্যক্রম শেষে ২০২২ সালে ডাস্ একটি কমপ্লায়েন্স মনিটরিং জরিপ পরিচালনা করে যেখানে প্রতিটি সূচকেই ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেছে। এ পর্যায়ে, জরিপকৃত গণপরিবহনের অর্ধেক এর বেশী ছিলো তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার থেকে সম্পূর্নমুক্ত এবং ঢাকা শহরের ভিতরে লোকাল বাস সার্ভিসগুলোতেই মূলত থেমে থাকা অবস্থাতে ধূমপান করতে দেখা গেছে। সাধারণ যাত্রী ও পরিবহন কর্মীদের প্রায় সবাই ধূমপানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতি সম্পর্কে জানে এবং বেশীর ভাগ যাত্রী ও পরিবহন কর্মী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন এর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অবহিত। গণপরিবহন ও টার্মিনাল এলাকায় ধূমপানের বিরুদ্ধে সাধারণ যাত্রীদের সরাসরি প্রতিবাদের ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। বেশির ভাগ যাত্রী (৭৭%) এবং পরিবহন কর্মী (৮৮%) মনে করেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ফলে পূর্বের তুলনায় মানুষের ধূমপানের অভ্যাসের ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন হয়েছে।

কমপ্লায়েন্স মনিটরিং জরিপ ২০২২ এ প্রাপ্ত ফলাফল

৫২% গণপরিবহন সম্পুর্ন তামাকমুক্ত
৭০% পরিবহনে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ আছে যার ২৯% অস্পষ্ট
৩৫% যাত্রী, ৫৭% পরিবহন কর্মী টার্মিনাল এলাকা এবং গণপরিবহনে ধূমপান ঘটনার মখোমুখি হয়েছেন
৯২% যাত্রী এবং ৯৭% পরিবহন কর্মী ধূমপানের প্রত্যক্ষক্ষতি সম্পর্কে অবহিত
৭৫% যাত্রী এবং ৬৮% পরিবহন কর্মী ধূমপানের পরোক্ষক্ষতি সম্পর্কে অবহিত
৭০% যাত্রী এবং ৫৮% পরিবহন কর্মী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে জানে
৬১% যাত্রী গণপরিবহনে ধূমপানের প্রতিবাদ করেছেন।

সর্বস্তরে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কিছু দূর্বলতা রয়েছে বলে মনে করেন ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, বিআরটিএ, এলজিডি কর্মকর্তা এবং ট্রাফিক পুলিশের একটা বড় অংশ। তাদের ৬০% মনে করেন যে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধন করা প্রয়োজন।

৩.৩ সড়ক ও নৌ পরিবহন এবং টার্মিনাল এলাকায় বেজলাইন জরিপ ২০২২

দ্বিতীয় ধাপে কর্মসূচির শুরুতে, ঢাকা সংযোগকারী নদীপথ অর্থাৎ সদরঘাট, পাটুরিয়া গোয়ালন্দ ঘাটের লঞ্চ ও ফেরীগুলোতে এবং টার্মিনাল এলাকায় আরও একটি বেজলাইন জরিপ করা হয়।

নৌ-পরিবহনে বেজলাইন জরিপ ২০২৩ এ প্রাপ্ত ফলাফল

৩% নৌ-পরিবহন (লঞ্চ ও ফেরী) সম্পুর্ন তামাকমুক্ত
৪২% নৌ-পরিবহনে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ আছে যার ৮৭% অস্পষ্ট।
৭৫% যাত্রী, ৭০% পরিবহন কর্মী টার্মিনাল এলাকা এবং গণপরিবহনে ধূমপান ঘটনার মখোমুখি হয়েছেন।
৮৮% যাত্রী এবং ১০০% পরিবহন কর্মী ধূমপানের সরাসরি ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত।
৩৮% যাত্রী এবং ৩৩% পরিবহন কর্মী ধূমপানের পরোক্ষ ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত।
৩০% যাত্রী এবং ৩৩% পরিবহন কর্মী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ সম্পর্কে অবহিত।

এই জরিপ তথ্যমতে, জলপথের তামাক নিয়ন্ত্রণের অবস্থা বেশ হতাশাজনক।

জরিপ তথ্য অনুযায়ী, পরিবহন কর্মীসহ লঞ্চ-ফেরির শতকরা ২৫ ভাগ লোকই তাদের পরিবহণ এবং টার্মিনালে ধূমপান করে থাকেন যার পরোক্ষ প্রভাব অবশিষ্ট ৭৫ ভাগ অধূমপায়ীদের উপর পড়ে। লঞ্চ ও ফেরীতে দোকান, ক্যান্টিন, পরিবহন বগি এবং টার্মিনাল এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক পরোক্ষ ধূমপানের স্বীকার হচ্ছে প্রতিদিন এবং বেশীর ভাগ নৌ-পরিবহনেই ধূমপানমুক্ত সাইনেজ নিশ্চিতের বিধান মানা হচ্ছেনা।

সরেজমিন পর্যবেক্ষণকালে, টার্মিনাল এলাকায় সিগারেট বিক্রির দোকানগুলোতে বিভিন্ন ধরনের তামাক কোম্পানির বিজ্ঞাপন দেখা গেছে। তার মধ্যে ছিল, লিফলেট ১২%, স্টিকার ৫৩%, সিগারেটের প্যাকেট সাজানো ৯২% এবং মূল্য সম্পর্কিত স্টিকার এবং আউটলেট ৫৯%।

৪. ডাস্-তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ফলাফল

বিআরটিএ গণপরিবহনে "ধূমপানমুক্ত চিহ্ন" নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে আদেশ জারি করেছে। পরিবহন ও টার্মিনাল এলাকাতে লাগানোর জন্য ডাস্-এর তৈরিকৃত ধূমপানমুক্ত স্টিকারে বিআরটিএ লোগো ব্যবহার করার অনুমোদন দিয়েছে এবং তারা তাদের নিজস্ব উদ্যোগে ধূমপানমুক্ত স্টিকার, লিফলেট, ফ্লিপচার্টের মতো প্রচার উপকরণ তৈরি করেছে। বিআরটিএ পরিচালিত মোবাইল কোর্টগুলোতে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সড়ক পরিবহণ বিধিমালা ২০২২-এ চালক ও কন্ডাক্টরের জন্য 'ধূমপান নিষিদ্ধ' যোগ করা হয়েছে।

ডিটিসিএ ঢাকা নগর পরিবহনকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা এবং ধূমপানমুক্ত করার নির্দেশনা দিয়ে অফিস আদেশ জারি করেছে।

বিআরটিসি বাসে "ধূমপানমুক্ত সাইনেজ" নিশ্চিত করা এবং ধূমপানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং বিআরটিসি চালকদের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে ধূমপান নিষিদ্ধের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) কে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে চিঠি প্রদান করেছে।

লঞ্চ ও অন্যান্য গণপরিবহনে লাগানোর জন্য ডাস্ তৈরিকৃত ধূমপানমুক্ত স্টিকারে বিআইডব্লিউটিএ লোগো ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে।বিআইডব্লিউটিএ সদরঘাট টার্মিনাল প্রধান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সাথে সংবেদনশীল বৈঠকের আয়োজন করেন এবং টার্মিনাল এলাকাকে ধূমপানমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে সতর্কতামূলক ভিডিও প্রচারের জন্য টার্মিনাল এলাকায় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে।

ফেরী ও অন্যান্য গণপরিবহনে লাগানোর জন্য ডাস্ তৈরিকৃত ধূমপানমুক্ত স্টিকারে বিআইডব্লিউটিসিলোগো ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে। বিআইডব্লিউটিসি আরিচা-পাটুরিয়া টার্মিনাল প্রধান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সাথে সংবেদনশীল বৈঠকের আয়োজন করেন এবং টার্মিনাল এলাকাকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করেন।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র গাবতলী ও মহাখালী বাস টার্মিনালকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তিনি তামাকমুক্ত দিবস ২০২৩ উদযাপনে নেতৃত্ব দেন ও তার এলাকাকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দেন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে ডাস্ পরিবহন/টার্মিনালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের উপর কর্মশালা আয়োজন করেছে। ঢাকা মহানগরীতে চলমান সকল বাস টার্মিনালকে ধূমপানমুক্ত করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড্রাইভার পাঠ্যক্রমে তামাককে অর্ন্তভুক্ত করার আশ্বাস প্রদান করেছেন। এছাড়া তাদের পিওডি ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ক্লাসে ধূমপানের ক্ষতিকর বিষয়ে ভিডিও প্রদর্শনের জন্য অফিস আদেশ জারি করেছেন।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক ডাস্আয়োজিত এক আলোচনা সভায় সকল প্রকার গণপরিবহনকে ধূমপানমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। পরিবহন মালিক, ইউনিয়ন নেতা এবং টার্মিনাল ইজারাদারদের সমন্বয়ে তিনটি আন্তঃনগর বাস টার্মিনালে ১০ থেকে ১৫ সদস্যের টার্মিনাল ভিত্তিক ভিজিল্যান্স টিম গঠন করা হয়েছে যারা ধূমপান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগী হিসাবে কাজ করে থাকে।

৫. আগামীর পরিকল্পনা

- সকল বাস, লঞ্চ ও ফেরীতে ধূমপান বন্ধ করা এবং টার্মিনাল এলাকা ও ক্যান্টিনে সিগারেট বা তামাকজাতদ্রব্য বিক্রি বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদেরকে সংবেদনশীল করা।
- সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ ও বিধিমালা-২০২২ অনুসারে তামাক নিয়ন্ত্রণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদেরকে সংবেদনশীল করা।
- নৌ-পরিবহন আইন ২০১৯-এর সাথে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টিকে সংযুক্তকরণ ও বাস্তবায়ন।
- গণপরিবহন চালকদের প্রশিক্ষণের সাথে জড়িত সকল প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষকদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ট্রাফিক পুলিশ, নৌ-পুলিশ ও ফায়ার ব্রিগ্রেড সার্ভিসকে সম্পৃক্ত করা।
- পরিবেশ নীতি ২০১৮ ও পরিবেশ আইন ২০১০ সংশোধনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসেবা অধ্যায়ে তামাকের ক্ষতিকর বিষয় উল্লেখ করে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ বাস্তবায়ন করা।
- বিএমইটি'র চালকদের প্রশিক্ষণের সাথে জড়িত সকল প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষকদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা সহ চালকদের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা।
- গণপরিবহনে তামাকমুক্ত আইন প্রয়োগে বিধিমালা-২০২২ এর যথাযথ প্রয়োগ এবং বিআরটিএ, বিআরটিসি, বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসি এর পৃথক গাইডলাইন বাস্তবায়ন।

৬. তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আইন ও বিধিসমূহ

তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের সাফল্য ব্যপক ও বহুমুখী। এ সাফল্যের ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ একটি যুগান্তকারি ও উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করছে। এই আইন অনুমোদনের পূর্বেই ধূমপান নিয়ন্ত্রণে রেলওয়ে এক্ট ১৮৯০, কিশোর ধূমপান আইন ১৯১৯ -এ কিছু দিকনির্দেশনা ছিলো যা পরবর্তিতে আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে ভুমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশে ডেভলপমেন্ট এ্যাকটিভিটিস অফ সোসাইটি-ডাস্ গণপরিবহনকে ধূমপানমুক্তকরণে ভুমিকা রাখতে গিয়ে সরকারের আরও বিভিন্ন আইনের সাথে তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধি থেকে সড়ক পরিবহন আইন ও বিধিমালা, আভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল আইন, রেলওয়ে আইন, কিশোর ধূমপান আইন এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা এর অংশবিশেষ সমন্বয়ে একটি সংকলিত অংশ এখানে সংযোজন করা হলো।

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মার্চ ১৫, ২০০৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

তারিখ, ১লা চৈত্র, ১৪১১/১৫ মার্চ, ২০০৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১লা চৈত্র, ১৪১১ মোতাবেক ১৫ই মার্চ ২০০৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে-

২০০৫ সনের ১১ নং আইন

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর;

যেহেতু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫৬তম সম্মেলনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) নামীয় কনভেনশনে বাংলাদেশ ১৬ জুন, ২০০৩ ইং তারিখে স্বাক্ষর এবং ১০ মে, ২০০৪ ইং তারিখে অনুস্বাক্ষর করিয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত কনভেনশনের বিধানাবলী বাংলাদেশে কার্যকর করার লক্ষ্যে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।– (১) এই আইন ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের বিভিন্ন ধারা কার্যকর করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্ধারণ করা যাইবে।

২। সংজ্ঞা।– বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে–

[১](ক) **"কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা"** অর্থ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বা তাঁহার সমমানের বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য কোন আইনের অধীন, বা সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন বা সকল কর্মকর্তাও ইহার অর্ন্তভূক্ত হইবে;

---

[১] ধারা ২ এর দফা (ক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৪](খ) "তামাক" অর্থ কোন নিকোটিনা টাবাকাম বা নিকোটিনা রাসটিকার শ্রেণিভুক্ত উদ্ভিদ বা এতদ্‌সম্পর্কিত অন্য কোন উদ্ভিদ বা উহাদের কোন পাতা বা ফসল, শিকড়, ডাল বা উহার কোন অংশ বা অংশ বিশেষ;

[৫](গ) "তামাকজাত দ্রব্য" অর্থ তামাক, তামাক পাতা বা উহার নির্যাস হইতে প্রস্তুত যে কোন দ্রব্য, যাহা চোষণ বা চিবানোর মাধ্যমে গ্রহণ করা যায় বা ধূমপানের মাধ্যমে শ্বাসের সহিত টানিয়া লওয়া যায় এবং বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, গুল, জর্দা, খৈনী, সাদাপাতা, সিগার এবং হুক্কা বা পাইপের ব্যবহার্য মিশ্রণও (mixture) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) "ধূমপান" অর্থ কোন তামাকজাত দ্রব্যের ধোঁয়া শ্বাসের সহিত টানিয়া নেওয়া বা বাহির করা এবং কোন প্রজ্বলিত তামাকজাত দ্রব্য ধারণ করা বা নিয়ন্ত্রণ করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) "ধূমপান এলাকা" অর্থ কোন পাবলিক প্রেস বা পাবলিক পরিবহণে ধূমপানের জন্য নির্দিষ্টকৃত কোন এলাকা;

[৬](চ) "পাবলিক প্রেস" অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও বেসরকারি অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র (Indoor work place), হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্র বন্দর ভবন, নৌ-বন্দর ভবন, রেলওয়ে স্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপণী ভবন, চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ রেস্টুরেন্ট, পাবলিক টয়লেট, শিশুপার্ক, মেলা বা পাবলিক পরিবহনে আরোহণের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সারি, জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য অন্য কোন স্থান অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময় ঘোষিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান;

(ছ) "পাবলিক পরিবহণ" অর্থ মোটর গাড়ী, বাস, রেলগাড়ী, ট্রাম, জাহাজ, লঞ্চ, যান্ত্রিক সকল প্রকার জন-যানবাহন, উড়োজাহাজ এবং সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দিষ্টকৃত বা ঘোষিত অন্য যে কোন যান;

(জ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; এবং

[৭](ঝ) "ব্যক্তি" অর্থে কোম্পানী, সমিতি, সংস্থা বা ব্যক্তি সমষ্টি, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী বা পরিবেশনকারীও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **অন্যান্য আইনের প্রয়োগ**- এই আইনের বিধানাবলী, উহাতে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে the Railways Act 1890 (act IX of 1890), the Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ord. No. III of 1976), the Chittagong Metropolitan Police Ordinance, 1978 (Ord. No. XLV. III of 1978), the Khulna Metropolitan Police Ordinance, 1985 (Ord. No. LII of 1985) এবং রাজশাহী মহানগরী পুলিশ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২৩ নং আইন), [৮]"সিলেট মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৩ নং আইন), বরিশাল মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৪ নং আইন)" সহ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন এর অতিরিক্ত, এবং উহাদের হানিকর নয়, বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। **পাবলিক প্রেস এবং পাবলিক পরিবহণে ধূমপান নিষিদ্ধ।**- (১) ধারা ৭ এর বিধান সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি কোন পাবলিক প্রেস এবং পাবলিক পরিবহণে ধূমপান করিতে পারিবেন না।

[৯](২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক তিনশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুন হারে দন্ডনীয় হইবেন।

---

[৪] ধারা ২ এর দফা (খ) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত
[৫] ধারা ২ এর দফা (গ) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত
[৬] ধারা ২ এর দফা (চ) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত
[৭] ধারা ২ এর দফা (ঝ) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত
[৮] ধারা ৩ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৩ ধারাবলে) "the Juvenile Smoking Act, 1919 (Ben.Act, II of 1919);" বিলুপ্ত ও "এবং রাজশাহী মহানগরী পুলিশ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২৩ নং আইন), "সিলেট মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৩ নং আইন), বরিশাল মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৪ নং আইন)" সন্নিবেশিত
[৯] ধারা ৪ এর উপ ধারা (২) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৮]৫। তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধান ।– (১) কোন ব্যক্তি-

(ক) প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়, বাংলাদেশে প্রকাশিত কোন বই, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, পোস্টার, ছাপানো কাগজ, বিলবোর্ড বা সাইনবোর্ডে বা অন্য কোন ভাবে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না;

(খ) তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়ে প্রলুব্ধকরণের উদ্দেশ্যে, উহার কোন নমুনা, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে, জনসাধারণকে প্রদান বা প্রদানের প্রস্তাব করিবেন না বা করাইবেন না;

(গ) তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার বা উহার ব্যবহার উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে, কোন দান, পুরস্কার, বৃত্তি প্রদান বা কোন অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার (sponsor) বহন করিবেন না বা করাইবেন না;

(ঘ) কোন প্রেক্ষাগৃহে, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বা ওয়েব পেজে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য সম্পর্কিত কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না;

(ঙ) বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা লভ্য ও প্রচারিত, বিদেশে প্রস্তুতকৃত কোন সিনেমা, নাটক বা প্রমান্য চিত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, মঞ্চ অনুষ্ঠান বা অন্য কোন গণমাধ্যমে প্রচার, প্রদর্শন বা বর্ণনা করিবেন না বা করাইবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সিনেমায় কাহিনীর প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক হইলে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ কোন সিনেমা প্রদর্শনকালে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে লিখিত সতর্কবাণী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পর্দায় প্রদর্শনপূর্বক উহা প্রদর্শন করা যাইবে;

(চ) তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার অনুরূপ বা সাদৃশ্য অন্য কোন দ্রব্য বা পণ্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার উৎপাদন, বিক্রয় বা বিতরণ করিবেন না বা করাইবেন না;

(ছ) তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়স্থলে (point of sales) যে কোন উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না।

ব্যাখা- উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার" অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো তামাকজাত দ্রব্য বা তামাকের ব্যবহার প্রবর্ধনের উদ্দেশ্যে যে কোন ধরনের বানিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর কোন কিছুই তামাক বিরোধী স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) কোন ব্যক্তি সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচীর (Corporate Social Responsibility) অংশ হিসেবে সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করিলে বা উক্ত কর্মকান্ড বাবদ ব্যয়িত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন তামাক বা তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, সাইন, ট্রেডমার্ক, প্রতীক ব্যবহার করিবেন না বা করাইবেন না অথবা উহা ব্যবহারে অন্য কোন ব্যক্তিকে উৎসাহ প্রদান করিবেন না।

(৪) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লংঘন করলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

[৯]৬। অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন নিষিদ্ধ ।– (১) কোন ব্যক্তি কোন স্থানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করিতে পারিবেন না;

(২) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন স্থানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়

---

[৮] ধারা ৫ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৫ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৯] ধারা ৬ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত ও ৬ক ধারাবলে সন্নিবেশিত

দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

[১৮]৬ক। **অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির নিকট তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ, ইত্যাদি।**- (১) কোন ব্যক্তি অনধিক আঠারো বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তির নিকট তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না, অথবা উক্ত ব্যক্তিকে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিপণন বা বিতরণ কাজে নিয়োজিত করিবেন না বা করাইবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

৭। **ধূমপান এলাকার ব্যবস্থা**- (১) কোন পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উহাতে এবং কোন পাবলিক পরিবহণের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উহাতে ধূমপানের জন্য স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।

(২) কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণে ধূমপানের স্থানের সীমানা, বর্ণনা, সরঞ্জাম এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

[১৯]৭ক। **পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক, ইত্যাদির দায়িত্ব।**- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত বিধির বিধান লংঘন করিলে তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

[২০]৮। **সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন।**- (১) ধারা ৭ এর অধীন ধূমপান এলাকা হিসাবে চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের বাহিরে প্রত্যেক পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উক্ত স্থানের এক বা একাধিক জায়গায় এবং পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট যানবাহনে **"ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ"** সম্বলিত নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

৯। **কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতা।**- (১) এই আইনের বিধান কার্যকর করার উদ্দেশ্যে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে কোন পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে প্রবেশ করিয়া পরিদর্শন করতে পারিবেন।

(২) এই আইনের বিধান লংঘন করিয়াছেন এমন কোন ব্যক্তিকে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহন হইতে বহিষ্কার করিতে পারিবেন।

(৩) এই আইনের বিধান লংঘন করিয়া কোন ব্যক্তি যদি কোন তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করেন বা বিক্রয় করার প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত তামাকজাত দ্রব্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবহার, হস্তান্তর, ধ্বংস বা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন কার্যক্রম গৃহীত হইলে তৎসম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহণের ৭ দিনের মধ্যে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

---

[১৮] ধারা ৭ (ক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৭ ধারাবলে সন্নিবেশিত
[১৯] ধারা ৭ (ক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৯ ধারাবলে সন্নিবেশিত
[২০] ধারা ৮ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৯ ধারাবলে সংখ্যায়িত ও সন্নিবেশিত

[১৬]১০। তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেটে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষতি সম্পর্কিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণ, ইত্যাদি।-

(১) তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটার উভয় পার্শ্বে মূল প্রদর্শনী তল বা যে সকল প্যাকেটে দুইটি প্রধান পার্শ্বদেশ নাই সেই সকল প্যাকেটের মূল প্রদর্শনী তলের উপরিভাগে অনূন্য শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পরিমান স্থান জুড়িয়া তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কে, রঙ্গিন ছবি ও লেখা সম্বলিত, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সতর্কবাণী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাংলায় মুদ্রন করিতে হইবে।

(২) তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় নিম্নবর্ণিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণ, করিতে হইবে, যথা:-

(ক) ধূমপানে ব্যবহৃত তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে:-

(অ) ধূমপানের কারণে গলায় ও ফুসফুসে ক্যান্সার হয়;
(আ) ধূমপানের কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হয়;
(ই) ধূমপানের কারণে স্ট্রোক হয়;
(ঈ) ধূমপানের কারণে হৃদরোগ হয়;
(উ) পরোক্ষ ধূমপানের কারণে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়;
(ঊ) ধূমপানের কারণে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়;

(খ) ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে:-

(ক) তামাকজাত দ্রব্য সেবনে মুখে ও গলায় ক্যান্সার হয়;
(আ) তামাকজাত দ্রব্য সেবনে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়;

(গ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন সতর্কবাণী।

(৩) বাংলাদেশে বিক্রিত তামাকজাত দ্রব্যের সকল প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন ও কৌটায় "শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত" মর্মে একটি বিবৃতি মুদ্রিত না থাকিলে বাংলাদেশে কোন তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করা যাইবে না।

(৪) জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ও ঝুঁকি সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা তৈরির উদ্দেশ্যে, তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, কার্টন, কৌটা বা মোড়কে ব্র্যান্ড এলিমেন্ট (যেমন- লাইট, মাইল্ড, লো-টার, এক্সট্রা, আল্ট্রা শব্দ) ব্যবহার করা যাইবে না।

(৫) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত স্বচিত্র সর্তকবাণী এবং উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত বিবৃতি তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন ও কৌটায় মুদ্রণ পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

১১। তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে উপাদান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান।- (১) তামাকজাত দ্রব্য আমদানির সময় সংশ্লিষ্ট আমদানীকারক উক্ত আমদানিতব্য দ্রব্যে ব্যবহৃত প্রতিটি উপাদানের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন দাখিল না করিয়া কোন ব্যক্তি তামাকজাত দ্রব্য আমদানি করিলে যে কোন সময় উক্তরূপ দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

---

[১৬] ধারা ১০ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ১০ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[১৪]১২। **তামাক ও তামাক জাতীয় ফসল উৎপাদন ও ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণ।**– তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও উহার ব্যবহার ক্রমাগত নিরুৎসাহিত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ, এবং তামাকজাত সামগ্রীর শিল্প স্থাপন, তামাক জাতীয় ফসল উৎপাদন ও চাষ নিরুৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৩। **জনসেবক।**– কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনকালে The Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) এর section 21 এ যে অর্থে জনসেবক (Public Servant) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক (Public Servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৪। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ এবং জামিনযোগ্য।**– (১) The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অধীন সকল অপরাধ–

(ক) আমলযোগ্য (Cognizable) এবং জামিনযোগ্য (Bailable) হইবে;

(খ) যে কোন শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারযোগ্য হইবে।

(২) কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিবেন না।

১৫। **কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।**– [১৫](১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট উক্তরূপ অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।– এই ধারায়-

(ক) "কোম্পানী" বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি বা সংগঠনকেও বুঝাইবে;

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "পরিচালক" বলিতে কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

[১৬](২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানী কোন আইনগত ব্যক্তিসত্ত্বা বিশিষ্ট সংস্থা (Body corporate) হইলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানীকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারী মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে শুধু অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে।

[১৭]১৫। (ক) **জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন, ইত্যাদি।**- (১) এই আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিবীক্ষন, গবেষণা এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর অধীন "জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল" নামে একটি সেল থাকিবে।

(২) উক্ত সেলের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**– সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৭। **মূল পাঠ এবং ইংরেজীতে পাঠ।**– এই আইনের মূল পাঠ বাংলাতে হইবে এবং ইংরেজীতে অনূদিত উহার একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English text) থাকিবে:

–তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

---

[১৪] ধারা ১২ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ১২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[১৫] ধারা ১৫ (১) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার) (নিয়ন্ত্রণ) আইন (সংশোধন) ২০১৩ এর ১২ ধারাবলে সংখ্যায়িত

[১৬] ধারা ১৫ (২) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ১১ ধারাবলে সংযোজিত

[১৭] ধারা ১৫ (ক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ১৩ ধারাবলে সন্নিবেশিত

১৮। রহিতকরণ ও হেফাজত।– (১) এই আইন বলবৎ হইবার সংগে সংগে –

[১৮](ক) The Juvenile Smoking Act, 1919 (Ben.Act, II of 1919);

[১৯](কক)The East Bengal Prohibition of Smoking in Show House Act, 1952 (E.B. Act XIII of 1952); এবং

(খ) তামাকজাত সামগ্রী বিপণন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ৪৫ নং আইন) রহিত হইবে।

(২) উক্তরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও, রহিত আইনসমূহের অধীন কোন মামলা বিচারাধীন থাকিলে বা অন্য কোন কার্যধারা চলমান থাকিলে উহা এমনভাবে অব্যাহত থাকিবে যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই।

ড. মো. ওমর ফারুক খান
সচিব

[১৮] ধারা ১৮ (ক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ১৪ ধারাবলে সন্নিবেশিত
[১৯] ধারা ১৮ (কক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য (ব্যবহার) (নিয়ন্ত্রণ) আইন (সংশোধন) ২০১৩ এর ১৪ ধারাবলে পুনঃসংখ্যায়িত

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ১৯, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ ফাল্গুন ১৪২১ বঙ্গাব্দ/১২ মার্চ ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নং ৫৮-আইন/২০১৫।- ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ১৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। শিরোনাম।- এই বিধিমালা ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় "আইন" অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন)।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সে অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা**।- আইনের ধারা ২ এর দফা (ক) এ বর্ণিত "কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণও অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা:-

(ক) জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সকল প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা;

(খ) সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা;

(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা;

(ঘ) সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন পুলিশ কর্মকর্তা;

(ঙ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কর্মকর্তা;

(চ) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিভিল সার্জনের কার্যালয়, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন এ কর্মরত স্যানিটারি ইন্সপেক্টর;

(ছ) অগ্নি নির্বাপণ বা বেসামরিক প্রতিরক্ষা অধিদপ্তরে কর্মরত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা; এবং

(জ) কারখানা পরিদর্শক।

৪। **ধূমপান এলাকা নির্দিষ্টকরণ, ইত্যাদি**।- (১) নিম্নবর্ণিত পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য কোন স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা যাইবে না, যথা:-

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(খ) গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে;

(গ) হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন;

(ঘ) প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরে;

(ঙ) প্রদর্শনী কেন্দ্রের অভ্যন্তরে;

(চ) থিয়েটার হলের অভ্যন্তরে;

(ছ) চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ এক কক্ষ বিশিষ্ট রেস্টুরেন্ট;

(জ) শিশুপার্ক;

(ঝ) খেলাধুলা ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত আচ্ছাদিত স্থান; এবং

(ঞ) এক কামরাবিশিষ্ট পাবলিক পরিবহন।

(২) পাবলিক প্লেস কোন ভবন হইলে উক্ত ভবনের যথাসম্ভব কোন উন্মুক্ত স্থানকে ধূমপানের জন্য চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে।

(৩) একাধিক কামরাবিশিষ্ট পাবলিক পরিবহন যেমন রেলগাড়ি, স্টিমার, লঞ্চ, ফেরী, ইত্যাদি হইলে, ধূমপানের জন্য আলাদা একটি স্থান নির্দিষ্ট করা যাইবে, তবে–

(ক) উক্ত স্থানটি সংশ্লিষ্ট পাবলিক পরিবহনের সর্বশেষ অংশে বা পিছনে বা উন্মুক্ত স্থানে হইতে হইবে;

(খ) উক্ত স্থানটি যাত্রী ধারণের প্রধান কক্ষে নির্দিষ্ট করা যাইবে না।

৫। **সিনেমায় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধান।**– (১) আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর শর্তাংশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন সিনেমার কাহিনীর প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক হইলে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ কোন সিনেমা প্রদর্শনকালে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে লিখিত সতর্কবাণী নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পর্দায় প্রদর্শনপূর্বক উহা প্রদর্শন করিতে হইবে, যথা:-

(ক) তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শনকালে পর্দার মাঝখানে পর্দার আকারের অন্তত এক পঞ্চমাংশ স্থান জুড়িয়া কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে বাংলা ভাষায় "ধূমপান/ তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়" শীর্ষক স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদর্শন করিতে হইবে এবং উক্তরূপ দৃশ্য যতক্ষণ চলিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সতর্কবাণী প্রদর্শন অব্যাহত রাখিতে হইবে;

(খ) টেলিভিশনে প্রচারিত সিনেমার ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রহিয়াছে সিনেমার এইরূপ অংশ দুইটি বিজ্ঞাপন বিরতির মাঝখানে প্রচারের ক্ষেত্রে প্রথম বিজ্ঞাপন বিরতির পর অর্থাৎ উক্ত অংশ আরম্ভ হইবার পূর্বে এবং দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন বিরতির পূর্বে অর্থাৎ উক্ত অংশ শেষ হইবার পর সম্পূর্ণ পর্দা জুড়িয়া কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে বাংলা ভাষায় "ধূমপান/ তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়" শীর্ষক সতর্কবাণী অন্যূন ১০ (দশ) সেকেন্ড সময় ধরিয়া প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং

(গ) প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ সিনেমা আরম্ভ হইবার পূর্বে, বিরতির পূর্বে ও পরে এবং সিনেমা প্রদর্শনের শেষে অন্যূন ২০ (বিশ) সেকেন্ড সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ পর্দা জুড়িয়া "ধূমপান/ তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়" শীর্ষক সতর্কবাণী বাংলা ভাষায় প্রদর্শন করিতে হইবে।

৬। **ধূমপান এলাকার ব্যবস্থা।**– আইনের ধারা ৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য কোন স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করিবার ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পালন করিতে হইবে, যথা:-

ক) ধূমপানমুক্ত এলাকাকে ধূমপান এলাকা হইতে পৃথক রাখিতে হইবে;

খ) ধূমপানমুক্ত এলাকায় যাহাতে ধূমপানের স্থানের ধোঁয়া প্রবেশ করিতে না পারে উহা নিশ্চিত করা;

গ) ধূমপানের স্থানে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থাসহ বিড়ি বা সিগারেটের উচ্ছিষ্ট অংশ নিক্ষেপ বা ফেলার জন্য বালি ও পানিসহ যথাযথ পাত্রের ব্যবস্থা করা;

ঘ) কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য কোন স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা হইলে উক্ত চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের মধ্য দিয়া যাহাতে কোন অধূমপায়ীকে যাতায়াত করিতে না হয় উহা নিশ্চিত করা।

ঙ) ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থানে "ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান" এবং "ধূমপান মৃত্যু ঘটায়" লেখা সম্বলিত সতর্কতামূলক নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

৭। **পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের দায়িত্ব।**- আইনের ধারা ৭ক এর উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাকে ধূমপানমুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন, যথা:-

(ক) ধূমপান থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শনের ব্যবস্থা;

(খ) ধূমপানমুক্ত এলাকায় কোন ছাইদানি রাখা যাইবে না;

(গ) ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থানে **"ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান"** এবং **"ধূমপান মৃত্যু ঘটায়"** লেখা সম্বলিত সতর্কতামূলক নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(ঘ) কোন ব্যক্তি আইন এবং এই বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন করিয়া ধূমপানমুক্ত এলাকায় ধূমপান করিলে, ক্ষেত্রমত, উক্ত এলাকার মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক অথবা উক্ত এলাকায় সেবা গ্রহণকারী ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে ধূমপান না করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন;

(ঙ) দফা (ঘ) এর বিধান অনুসারে কোন ব্যক্তিকে ধূমপান হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি ধূমপান করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন, তাহাকে কোন প্রকার সেবা প্রদান হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন এবং আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৮। **ধূমপানমুক্ত স্থান সংক্রান্ত সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন।**- আইনের ধারা ৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রতিটি পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে নিম্নবর্ণিত সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের প্রবেশপথে এবং অভ্যন্তরে এক বা একাধিক দৃশ্যমান স্থানে **"ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ"** সম্বলিত সতর্কতামূলক নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) পাবলিক প্লেসে সতর্কতামূলক নোটিশ বোর্ডের সাইজ হইবে অন্যূন ৪০ সেন্টিমিটার x ২০ সেন্টিমিটার;

(গ) সতর্কতামূলক নোটিশ সাদা জমিনে লাল অক্ষরে অথবা লাল জমিনে সাদা অক্ষরে ধূমপানমুক্ত সাইনসহ প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) সতর্কতামূলক নোটিশের নমুনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এর ওয়েবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯। **তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় ক্ষতি সম্পর্কিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণ, ইত্যাদি।**-

(১) আইনের ধারা ১০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় ক্ষতি সম্পর্কিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত রঙ্গিন ছবি ও লেখার আকার, রং, অনুপাত ইত্যাদি সম্বলিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী অবিকল মুদ্রণ করিতে হইবে;

(খ) "পরোক্ষ ধূমপান মৃত্যু ঘটায়" সম্বলিত সতর্কবাণী মুদ্রণ করিতে হইবে;

(গ) সচিত্র সতর্কবাণী সম্বলিত ইলেকট্রনিক ফাইল সরকারের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে;

(ঘ) সচিত্র সতর্কবাণীতে ছবি ও লেখার অনুপাত হইবে ৬:১ এবং লেখাটি কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে হইতে হইবে;

(ঙ) উৎপাদিত প্রতিটি ব্র্যান্ডের তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে আইনে উল্লিখিত সতর্কবাণী এবং সংশ্লিষ্ট ছবিসমূহ ক্রমানুসারে তিন মাস অন্তর অন্তর পরিবর্তন করিতে হইবে;

(চ) সচিত্র সতর্কবাণী এমনভাবে মুদ্রণ করিতে হইবে যাহাতে উহা স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল সংযুক্তির বা অন্য কোন কারণে ঢাকিয়া না যায় এবং উহা তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী কর্তৃক নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) সরকার সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর পর ছবি ও সতর্কবাণীসমূহ পুনর্মূল্যায়নপূর্বক প্রয়োজনে নতুন ছবি ও সতর্কবাণী অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

(৩) এই বিধি কার্যকর হইবার সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস পর হইতে সচিত্র সতর্কবাণী সম্বলিত প্যাকেট, কৌটা এবং মোড়ক ব্যতিত কোন তামাকজাত দ্রব্য বাজারজাত ও বিক্রয় করা যাইবে না।

(৪) আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত **"শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত"** মর্মে বিবৃতিটি সকল তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট ও মোড়কের পার্শ্বদেশে মুদ্রণ করিতে হইবে এবং এই বিধিমালা কার্যকর হইবার ১২ (বার) মাস পর হইতে এই বিধান কার্যকর হইবে।

তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে উপাদান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান।- তামাকজাত দ্রব্য আমদানির সময় উহার উপাদান সম্পর্কিত তথ্য সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

রহিতকরণ ও হেফাজত। - (১) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত বিধিমালার অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(শাহনাজ সামাদ)
উপসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য)

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ৮, ২০১৮

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৩ আশ্বিন, ১৪২৫/০৮ অক্টোবর, ২০১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৩ আশ্বিন, ১৪২৫ মোতাবেক ০৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৮ সনের ৪৭ নং আইন

Motor Vehicles Ordinance,1983 রহিতক্রমে উহার বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তপশিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় এবং সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ তে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৭ নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

(১২৪১৯)
মূল্যঃ টাকা ৪০.০০

(৫) **"এক্সেল লোড বা এক্সেল ওজন"** অর্থ কোনো মোটরযানের যে পৃষ্ঠের উপর যানটি অবস্থিত সেই পৃষ্ঠের উপর এক্সেলের সহিত সংযুক্ত সকল চাকার মাধ্যমে সঞ্চারিত মোট এক্সেল ওজন;

(৬) **"ওজন"** অর্থ কোনো মোটরযান সমতলে অবস্থানকালে উহার চাকার মাধ্যমে সমতলে নিপতিত সর্বমোট ওজন;

(৭) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ;

(৮) **"কন্ট্রাক্ট ক্যারিজ"** অর্থ এইরূপ কোনো মোটরযান যাহা প্রত্যক্ষ (expressed) বা পরোক্ষ (implied) চুক্তির অধীন সম্পূর্ণ মোটরযান (vehicle as a whole) ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্টকৃত (fixed) বা সম্মত (agreed) হারে ভাড়ার বিনিময়ে,—

(ক) কোনো রুট বা দূরত্ব উল্লেখপূর্বক বা উল্লেখ ব্যতীত, সময়ের ভিত্তিতে; বা

(খ) এক স্থান হইতে অন্য স্থানে; এবং

(গ) উভয় ক্ষেত্রে, উক্ত চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ রুট লাইন বা পথিমধ্যে হইতে কোনো যাত্রী উঠানো-নামানো (pick up or set down) ব্যতীত না থামিয়া (without stopping) এক বা একাধিক যাত্রী পরিবহন করে;

এবং উহার যাত্রীগণ পৃথকভাবে ভাড়া প্রদান করুক বা না করুক, ভাড়ায় চালিত কোনো যানবাহন (rental vehicle), মাইক্রোবাস, ট্যাক্সিক্যাব, মোটর সাইকেল বা অনুরূপ কোনো যানবাহনও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৯) **"কন্ডাক্টর"** অর্থ যাত্রীবাহী মোটরযানের যাত্রীদের নিকট হইতে ভাড়া আদায় ও যাত্রীদের মোটরযানে ওঠা-নামা নিয়ন্ত্রণ করিবার কার্যসহ নির্ধারিত অন্য কোনো কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(১০) **"কন্ডাক্টর লাইসেন্স"** অর্থ কোনো মোটরযানে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কন্ডাক্টর হিসাবে কাজ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স;

(১১) **"গণপরিবহণ"** অর্থ ভাড়ার বিনিময়ে যাত্রী পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত বা ব্যবহারের জন্য উপযোগী যে কোনো মোটরযান;

(১২) **"চ্যাসিস"** অর্থ মোটরযানের প্রধান কার্যকরী অংশ বা ফ্রেম বা ভিত্তি কাঠামো যাহার উপর মোটরযানের প্রধান যন্ত্রাংশ ও বডি সংযুক্ত থাকে এবং যাহা মোটরযান শনাক্তকারী ইউনিক নম্বর বহন করে;

(২১) **"দোষসূচক পয়েন্ট"** অর্থ মোটরযান চালককে প্রদত্ত পয়েন্ট হইতে এই আইন ও বিধিতে বর্ণিত কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবার পরিপ্রেক্ষিতে কর্তনকৃত পয়েন্ট;

(২২) **"দ্বৈত উদ্দেশ্য যান"** অর্থ এইরূপ মোটরযান যাহা যাত্রী ও পণ্য উভয় পরিবহণের জন্য নির্মিত বা অভিযোজিত এবং যাহার নিবন্ধিত লেডেন ওজন ৫০০০ কিলোগ্রামের অধিক নহে;

(২৩) **"নির্ধারিত"** অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(২৪) **"নিবন্ধিত লেডেন ওজন"** অর্থ কোনো মোটরযান বা ট্রেইলার বা মোটরযান ও ট্রেইলারের কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট যানের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত লেডেন ওজন;

(২৫) **"নিরব এলাকা"** অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত বা নির্দেশিত এলাকা বা স্থান যেখানে শব্দ সংকেত ব্যবহার নিষিদ্ধ;

(২৬) "পরিবহণযান" অর্থ এইরূপ কোনো বাণিজ্যিক যান, ব্যক্তিগত সেবা যান, পণ্যবাহী যান, বাস, হালকা বা ভারী আর্টিকুলেটেড যান, অসমর্থদের বাহনের উপযোগী বিশেষ উদ্দেশ্য যান বা বিশেষায়িত যান, যেইক্ষেত্রে টানিয়া লইবার যানটি কোনো মোটরকার এবং সম্মিলন বা কম্বিনেশনটি ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্য কিছু বহনের জন্য ব্যবহৃত হয় এইরূপ কোনো মোটরযান ও ট্রেইলরের সম্মিলন বা কম্বিনেশন, এবং কেবল কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয় এইরূপ লোকোমোটিভ বা ট্রাক্টর ব্যতীত অন্য সকল লোকোমোটিভ বা ট্রাক্টর;

(২৭) **"পার্কিং এলাকা"** অর্থ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা নির্ধারিত স্থানসমূহ যেখানে কোনো মোটরযান দাঁড়াইতে বা অবস্থান করিতে পারিবে, তবে এইরূপ দাঁড়ানো বা অবস্থানের সময়সীমা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে;

(২৮) **"পারমিট"** অর্থ কর্তৃপক্ষ বা যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ কমিটি কর্তৃক কোনো মোটরযানকে পরিবহণ যান, কন্ট্রাক্ট ক্যারিজ, স্টেইজ ক্যারিজ, ব্যক্তিগত পরিবহণ, সেবাযান, দ্বৈত উদ্দেশ্য যান, বিশেষ উদ্দেশ্য যান, পর্যটক যান বা প্রমোদ পরিবহণ যান হিসাবে ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান করিয়া, অথবা ব্যক্তিগত বা নিজস্ব পরিবহণ যান বা সাধারণ পরিবহণের মালিককে উক্ত যান ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান করিয়া প্রদত্ত বা পৃষ্ঠাঙ্কৃত অনুমতিপত্র বা পারমিট, এবং অস্থায়ী অনুমতিপত্র বা পারমিটও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৯) **"পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স"** অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ড্রাইভিং লাইসেন্স, যাহা দ্বারা কোনো ব্যক্তি একজন বেতনভোগী কর্মচারী হিসাবে মোটরযান বা গণপরিবহণ চালাইবার অধিকারী হন;

(৩০) **"পাবলিক প্লেস"** অর্থ কোনো সড়ক, মহাসড়ক বা রাস্তা অথবা জনগণের প্রবেশের অধিকার রহিয়াছে এইরূপ কোনো স্থান, এবং স্টেইজ ক্যারিজ কর্তৃক যাত্রী উঠানো বা নামানো হয় এইরূপ কোনো স্টান্ড বা স্থানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩১) **"প্রতিবন্ধীবান্ধব মোটরযান"** অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত ও নির্মিত কোনো মোটরযান, যাহা কেবল অনুরূপ ব্যক্তি কর্তৃক বা অনুরূপ ব্যক্তির জন্যই ব্যবহৃত হয়;

(৩২) **"প্রবিধান"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৩৩) **"প্রাইম মুভার"** অর্থ এইরূপ কোনো মোটরযান যাহা ট্রেইলর বা অন্য কোনো মোটরযান টানিয়া লইবার জন্য নির্মিত বা অভিযোজিত, তবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ব্যতীত নিজে কোনো ভার বহনের জন্য নির্মিত নয়;

(৩৪) **"ফিটনেস সনদ"** অর্থ কোনো মোটরযানের উপযুক্ততার সনদ যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, আরোপিত আবশ্যকতাও পূরণ করে;

(৩৫) **"বাণিজ্যিক মোটরযান"** অর্থ কোনো পারমিট, ফ্রাঞ্চাইজ বা অপারেটর লাইসেন্সের অধীন ব্যবহৃত বা পরিচালিত কোনো গণপরিবহণ বা নিজস্ব পরিবহণ যান বা কোনো ব্যবসা বা বাণিজ্যের কাজে ব্যবহৃত কোনো মোটরযান;

(৩৬) **"বাস"** অর্থ এইরূপ যাত্রীবাহী মোটরযান যাহার হুইল বেইজ অন্যূন ৪৯০০ মিলিমিটার, এবং আর্টিকুলেটেড বাসও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩৭) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৩৮) **"ভারী মোটরযান"** অর্থ এইরূপ কোনো মোটরযান বা মোটরযান ও ট্রেইলরের কম্বিনেশন যাহার নিবন্ধিত লেডেন বা বোঝাইকৃত বা ভারসহ ওজন বা যাহার ট্রেইল বা শ্রেণিবদ্ধ ওজন, অথবা কোনো লোকোমোটিভ বা রোড রোলার যাহার আনলেডেন বা ভারবিহীন বা অ-বোঝাইকৃত ওজন ১২,০০০ (বারো হাজার) কিলোগ্রামের অধিক;

(৩৯) **"ভাড়া"** অর্থ কোনো স্টেইজ ক্যারিজ, এক্সপ্রেস ক্যারিজ, সার্ভিস বাস বা কন্ট্রাক্ট ক্যারিজে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে টিকেটের জন্য ভাড়া বাবদ প্রদেয় অর্থ;

(৪০) **"মধ্যম মোটরযান"** অর্থ এইরূপ কোনো মোটরযান বা মোটরযান ও ট্রেইলারের কম্বিনেশন যাহার নিবন্ধিত লেডেন বা বোঝাইকৃত বা ভারসহ ওজন বা মোটরযানের ট্রেইল বা শ্রেণিবদ্ধ ওজন, অথবা কোনো লোকোমোটিভ বা রোড রোলার যাহার আনলেডেন বা ভারবিহীন বা অ-বোঝাইকৃত ওজন ৭৫০১ হইতে ১২০০০ কিলোগ্রাম;

(২) কোনো ব্যক্তি কোনো ড্রাইভিং লাইসেন্স বিকৃত বা পরিবর্তন করিতে পারিবেন না।

(৩) কোনো ব্যক্তি কোনো নকল, ভুয়া বা জাল ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

১১। **পয়েন্ট বরাদ্দ, কর্তন ইত্যাদি।**—(১) শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতীত, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো ড্রাইভিং লাইসেন্সের বিপরীতে ১২ (বারো) পয়েন্ট বরাদ্দ থাকিবে, যাহা এই আইন বা বিধির অধীন অপরাধ সংঘটনের কারণে দোষসূচক পয়েন্ট হিসাবে কর্তনযোগ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রয়োজনে উক্তরূপ পয়েন্ট হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পয়েন্ট কর্তনের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করিতে হইবে, যথা :—

(ক) লাল বাতি অমান্য করিয়া মোটরযান চালনা;

(খ) পথচারী পারাপারের নির্দিষ্টকৃত স্থানে বা উহার সন্নিকটে বা ওভারটেকিং নিষিদ্ধ এইরূপ কোনো স্থানে ওভারটেক;

(গ) মোটরযান না থামাইয়া সরাসরি প্রধান সড়কে মোটরযান প্রবেশ;

(ঘ) সড়কে নির্দেশিত গতিসীমা লঙ্ঘন;

(ঙ) ইচ্ছাকৃতভাবে পথ আটকাইয়া বা অন্য কোনোভাবে অন্যান্য মোটরযানের চলাচলে বাধা সৃষ্টি;

(চ) একমুখি সড়কে বিপরীত দিক হইতে মোটরযান চালনা;

(ছ) বেপরোয়া ও বিপজ্জনকভাবে মোটরযান চালনা ও ওজনসীমা লঙ্ঘন;

(জ) মদ্যপ বা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মোটরযান চালনা; এবং

(ঝ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোনো বিষয়।

(৩) পয়েন্ট বরাদ্দ, হ্রাস-বৃদ্ধি, কর্তন সম্পর্কিত পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১২। **ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী ব্যক্তিকে অযোগ্য ঘোষণা এবং লাইসেন্স বাতিল, প্রত্যাহার ও স্থগিতকরণ।**—(১) কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির নিকট যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী কোনো ব্যক্তি অসুস্থ, অপ্রকৃতিস্থ, শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম, মদ্যপ, অভ্যাসগত অপরাধী বা অন্য কোনো কারণে মোটরযান চালাইতে অযোগ্য, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী ব্যক্তিকে মোটরযান চালাইবার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করিতে বা তাহার ড্রাইভিং লাইসেন্স স্থগিত, প্রত্যাহার বা বাতিল করিতে পারিবেন।

(৩) কোনো যাত্রী বা সড়ক ব্যবহারকারী মোটরযান চালক বা শ্রমিককে উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত পার্কিং এলাকা ব্যতীত অন্য কোনো এলাকায় মোটরযান পার্কিং করিতে এবং যাত্রী ও পণ্য উঠা-নামার নির্ধারিত স্থান ও সময় ব্যতীত মোটরযান থামাইতে অনুরোধ বা বাধ্য করিতে পারিবেন না।

(৪) পার্কিং সুবিধা প্রদানকারী কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা, সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবহণ কমিটির অনুমোদনক্রমে, মোটরযানের পার্কিং ফি আদায় করিতে পারিবে।

৪৮। **মহাসড়কের ব্যবহার।**—(১) জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক সাধারণত দ্রুতগতির মোটরযান চলাচলে ব্যবহৃত হইবে, এবং উক্ত ক্ষেত্রে জেলা মহাসড়ক হইতে আঞ্চলিক মহাসড়কে এবং আঞ্চলিক মহাসড়ক হইতে জাতীয় মহাসড়কে দ্রুতগতির মোটরযান প্রবেশকালে যথাক্রমে আঞ্চলিক ও জাতীয় মহাসড়কে চলাচলরত মোটরযান অগ্রাধিকার পাইবে।

(২) এক মহাসড়ক হইতে অন্য মহাসড়কে মোটরযান প্রবেশের ক্ষেত্রে যে মহাসড়কে মোটরযানের সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে সেই মহাসড়কে চলাচলরত মোটরযান অগ্রাধিকার পাইবে।

৪৯। **মোটরযান চলাচলের সাধারণ নির্দেশাবলি।**—(১) মোটরযান চলাচলে নিম্নবর্ণিত নির্দেশাবলি মানিয়া চলিতে হইবে, যথা:—

প্রথম অংশ

(ক) মদ্যপান বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করিয়া কোনো চালক মোটরযান চালাইতে পারিবেন না;

(খ) মদ্যপান বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করিয়া কোনো কন্ডাক্টর বা মোটরযান শ্রমিক মোটরযানে অবস্থান করিতে পারিবেন না;

(গ) মোটরযান চালক কোনো অবস্থাতে কন্ডাক্টর বা মোটরযান শ্রমিককে মোটরযান চালনার দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন না;

(ঘ) সড়ক বা মহাসড়কে নির্ধারিত অভিমুখ ব্যতীত বিপরীত দিক হইতে মোটরযান চালানো যাইবে না;

(ঙ) সড়ক বা মহাসড়কে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে বা উল্টো পার্শ্বে বা ভুল দিকে (wrong side) মোটরযান থামাইয়া যানজট বা অন্য কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাইবে না;

(চ) চালক ব্যতীত মোটরসাইকেলে একজনের অধিক সহযাত্রী বহন করা যাইবে না এবং চালক ও সহযাত্রী উভয়কে যথাযথভাবে হেলমেট ব্যবহার করিতে হইবে;

(ছ) চলন্ত অবস্থায় চালক, কন্ডাক্টর বা অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো যাত্রীকে মোটরযানে উঠাইতে বা নামাইতে পারিবেন না;

(জ) প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্য গণপরিবহনে অনুকূল সুযোগ-সুবিধা রাখিতে হইবে;

তফসিল-২(গ)
গণপরিবহণ চালকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
[বিধি ১৭(৪) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	বিবরণ
১।	গণপরিবহণের চালক ও কন্ডাক্টর বা সুপারভাইজারের আচরণ ও দায়িত্ব: (১) গণপরিবহণের চালক— (ক) চালকের জন্য নির্ধারিত আসন সংলগ্ন স্থানে কোনো ব্যক্তি, পশু বা কোনো জিনিসপত্র রাখিবার অনুমতি প্রদান করিবেন না এবং এইরূপভাবে রাখিবেন না বা রাখিতে দিবেন না যাহাতে তাহার জন্য পরিষ্কারভাবে রাস্তা দেখিতে বা যানটি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে অসুবিধা হয়। (খ) কোনো যাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য চিৎকার করিবেন না বা এইরূপভাবে আচরণ করিবেন না যাহা যাত্রীসাধারণের বিশেষ করিয়া মহিলা যাত্রীদের বিরক্তির উদ্রেক করিতে পারে। (গ) চালক অনুমোদিত স্টপেজ ব্যতীত যাত্রী উঠাইবার বা নামাইবার জন্য সড়কের কোনো স্থানে মোটরযান থামাইতে পারিবেন না। (ঘ) যাত্রী উঠানো বা নামাইবার উদ্দেশ্যে অন্য কোনো পাবলিক সার্ভিস মোটরযান অবস্থান করিয়াছে এইরূপ স্থানে বা উহার নিকট যাত্রী উঠাইবার বা নামাইবার উদ্দেশ্যে তাহার যানটি রাখিবার সময় এইরূপভাবে যানটি চালাইবেন না যাহাতে অন্য যানের চালক বা কন্ডাক্টরের অথবা যান হইতে নামিবার বা উঠিবার জন্য প্রস্তুত কোনো ব্যক্তি বিপদ বা অসুবিধার সম্মুখীন হন এবং তাহার যানটি অন্য যানের সামনে বা পিছনে এবং রাস্তার বাম পার্শ্বে রাখিবেন। (ঙ) সব সময় তাহার যানটি উপযুক্ত রাখিবার জন্য যথাযথ সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করিবেন এবং টায়ার, ব্রেক বা বাতি ত্রুটিপূর্ণ থাকা অবস্থায় কোনো মোটরযান চালাইবেন না যাহাতে কোনো যাত্রী বা অন্য কোনো ব্যক্তি বিপদাপন্ন হইতে পারেন এবং মোটরযানটি পরবর্তী ফিলিং স্টেশনে পৌঁছাইবার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জ্বালানি না থাকিলে মোটরযান চালাইবেন না। (২) ট্যাক্সি/ মোটরক্যাবের কোনো চালককে ট্যাক্সিক্যাব সংক্রান্ত আইন, বিধি, প্রবিধি ও নীতিমালা মানিয়া চলা ছাড়াও নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ মানিয়া চলিতে হইবে, যথা:— (ক) ট্রাফিক আইন মানিয়া চলা; (খ) মিটার টেম্পারিং হইতে বিরত থাকা; (গ) ইউনিফর্ম ও ব্যাজ বা পরিচয়পত্র বহন করা; (ঘ) স্বল্প দূরত্বে চলাচল নিশ্চিত করা; (ঙ) নিয়ম অনুযায়ী মিটার ব্যবহার করা; (চ) ধূমপান ও নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ হইতে বিরত থাকা;

ক্রমিক নং	বিবরণ
	(ছ) ট্যাক্সি/ মোটরক্যাব যাত্রী বহনের উদ্দেশ্যে সড়কে অবস্থানকালে কোনো যাত্রী পরিবহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইতে পারিবেন না এবং ট্যাক্সি/মোটরক্যাবটি কোনো অননুমোদিত স্ট্যান্ডে বা কোনো পাবলিক প্লেসে যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড় করাইয়া রাখিবেন না; (জ) যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত সংক্ষিপ্ত ও দ্রুততম রুটে ভাড়াকারী কর্তৃক নির্ধারিত গন্তব্যস্থলে যাইতে ব্যর্থ হইবেন না বা অবহেলা করিবেন না; (ঝ) তাহার মোটরযানটি ভাড়া করা মাত্রই ট্যাক্সি মিটারটি সচল করিতে ব্যর্থ হইবেন না বা অবহেলা করিবেন না এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছামাত্র উহা বন্ধ করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, দুর্ঘটনা, যান্ত্রিক ত্রুটি বা টায়ারের ত্রুটির কারণে কোনো মোটর ক্যাব আর অগ্রসর হইতে ব্যর্থ হইলে চালক তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সি মিটারের কার্যক্রম বন্ধ করিবেন এবং ভাড়াকারী ব্যক্তি মিটারটি বন্ধ করা পর্যন্ত ভাড়া পরিশোধ করিবেন।
২।	**গণপরিবহণের চালক অথবা কন্ডাক্টর বা সুপারভাইজারের দায়িত্ব:** পাবলিক সার্ভিস মোটরযানের চালক অথবা কন্ডাক্টর বা সুপারভাইজার— (১) তাহার কর্তব্যে যুক্তিসঙ্গত সম্ভাব্য মনোযোগ প্রদান করিবেন এবং আইন ও বিধিমালার বিধানাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য দায়ি থাকিবেন। (২) কর্তব্য পালনকালে ধূমপান করিবেন না বা মাতাল হইবেন না অথবা নেশাগ্রস্ত থাকিবেন না এবং কোনো মহিলা যাত্রীর বিরক্তির উদ্রেক করিতে পারে এইরূপ কোনো আচরণ করিবেন না। (৩) মোটরযান চালনাকালে মোবাইল ফোন বা হেডফোন বা অনুরূপ কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করিতে পারিবেন না। (৪) যাত্রী বা বাসে আরোহণের জন্য অপেক্ষারত সম্ভাব্য যাত্রীদের সহিত ভদ্রোচিত, সভ্য ও সংযতভাবে আচরণ করিবেন। (৫) কর্তব্যরত অবস্থায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করিবেন। (৬) যাত্রী সাধারণের প্রতি উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মোটরযান যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখিবেন। (৭) ভদ্র ও শান্ত আচরণ ব্যতীত অন্য কোনোভাবে যাত্রী আনিবার উদ্দেশ্যে উত্যক্ত করিবার সামিল অশোভনীয়, অগ্রহণযোগ্য, বিরক্তি সৃষ্টিকারী এইরূপ কোনো আচরণ করিবেন না বা এইরূপ কোনো প্রচেষ্টা চালাইবেন না। (৮) কোনো মোটরযানে যাত্রী হইয়া উঠিবার বা উঠিবার প্রস্তুতিকালে কোনো ব্যক্তিকে বাধা প্রদান করিবেন না। (৯) অনুমোদিত আসন সংখ্যার অতিরিক্ত বা রুট পারমিটের শর্ত দ্বারা অনুমোদিত কোনো অতিরিক্ত যাত্রী বহন করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন না।

তফসিল-৩

ভারী মোটরযান ও গণপরিবহণের চালকদের জন্য আবশ্যিক অতিরিক্ত বিষয়াবলি

[বিধি ১৭(৪) দ্রষ্টব্য]

ভারী মোটরযানের ড্রাইভিং লাইসেন্স ও গণপরিবহণ চালকের অনুমতিপত্র পাইবার নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত সাধারণ ও কারিগরি বিষয়ে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হইবে:

সাধারণ:

১। দৈনন্দিন ও সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা এবং ছুটির দিনে কর্মবিরতি
২। ট্রেইলারসহ মোটরযান চালাইবার বিধি-নিষেধ
৩। পার্বত্য অঞ্চলে মোটরযান চালনা
৪। রাস্তায় অকেজো মোটরযান টানিয়া অপসারণ করিবার সতর্কতা
৫। মোটরযান এবং উহার বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করা
৬। বোঝাইকৃত মোটরযানের অনুমোদিত ওজন, সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা
৭। গিয়ার ব্যবহার ব্যতীত মোটরযান নিয়ন্ত্রণ
৮। মোটরযানে ধূমপান ও মাদকদ্রব্য ব্যবহার রোধ
৯। মোটরযানে মালামাল বোঝাই করিবার ধরন
১০। সড়কের লেন বিধি প্রতিপালন
১১। মালবাহী মোটরযানে যাত্রী বহন
১২। গণপরিবহনে যাত্রীদের আচরণ
১৩। চালকের আচরণ ও কর্তব্য
১৪। মোটরযানে মোবাইল ফোনসহ ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ব্যবহারের বিধি-নিষেধ
১৫। সড়ক দুর্ঘটনায় দায়িত্ব
১৬। মোটরযানে প্রাথমিক চিকিৎসার বক্স (First Aid Box) সংরক্ষণ ও ব্যবহার
১৭। ক্ষতিকর পোকা-মাকড় দমনের ব্যবস্থা
১৮। মোটরযানে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র সংরক্ষণ ও ব্যবহার
১৯। মোটরযানে অত্যাবশ্যক মোবাইল নম্বর, মোটরযানের অভ্যন্তরে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ইত্যাদি প্রদর্শন
২০। মহাসড়কে প্রদর্শিত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

কারিগরি:

১। মোটরযানের ওজন ও আকৃতি সম্পর্কে ধারণা
২। মোটরযান হইতে ধোঁয়া নিঃসরণ
৩। ট্রেইলার সংযুক্ত অবস্থায় মোটরযান চালনা
৪। মোটরযানে সংযুক্ত ট্রেইলারের রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিভিন্ন ধরনের ব্রেক (হাইড্রোলিক, কম্প্রেস্ড হাওয়া, ভ্যাকুয়াম, যান্ত্রিক ইত্যাদি) এর ব্যবহার
৫। মোটরযানের বিভিন্ন ল্যাম্পের দীপনমাত্রা, হাইবিম, লো-বিম ইত্যাদি
৬। ফুয়েল পাম্প, কার্বুরেটর, ব্যাটারি, স্পার্কপ্লাগ, ক্লাচ, গিয়ারবক্স, স্টিয়ারিং সিস্টেম, ব্রেক প্রভৃতির কার্যক্ষমতা
৭। দূরের পথ অথবা এক দেশ হইতে অন্য দেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রে স্পেয়ার পার্টস সঙ্গে নেওয়া
৮। মোটরযানের রুটিন মেইন্টেনেন্স

অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল আইন - ২০১৯

৭১। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের পরিবেশ দূষণ নিষিদ্ধ :—(১) এই অধ্যায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমায় অবস্থানকারী সকল ধরনের নৌযান, নদীবন্দর, ডকইয়ার্ড, শিপইয়ার্ড, স্লীপওয়ে,বন্দর, টার্মিনাল, ডিপো, তীর সংলগ্ন নৌসংশ্লিষ্ট স্থাপনা, ভাসমান স্থাপনা ও অফসোর স্থাপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) অভ্যন্তরীণ নৌ-সীমায় অবস্থানকারী ও চলাচলকারী কোন ধরনের নৌযান ও তীর সংলগ্ন নৌসংশ্লিষ্ট স্থাপনা, ভাসমান স্থাপনাও বন্দর নির্ধারিত সরন্জাম ও যন্ত্রপাতি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিষ্টেম ব্যতিরেকে কোন কার্যক্রম গ্রহনকরিতে পারিবেনা এবং কোন কার্যক্রম এইরূপে পরিচালনা করা যাইবে না যাহাতে অভ্যন্তরীণ নৌপথের পরিবেশ দূষিত হইতে পারে।

(৩) প্রতিটি নৌযানে দূষণ প্রতিরোধ সহায়ক নির্ধারিত সরন্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং উক্ত নৌযান সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং প্রতিটি অভ্যন্তরীণ নৌযানে প্রতি বছর জরিপের সময় দূষণ প্রতিরোধ সরন্জাম, যন্ত্রপাতি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিষ্টেম যথাযথ পাওয়া না গেলে সার্ভে সনদ জারী করা যাইবেনা;

(৪) প্রতিটি অনুমোদিত বন্দরে দূষণ প্রতিরোধে নির্ধারিত বর্জ্য গ্রহন ও ব্যবস্থাপনা (waste reception facility) ব্যবস্থা ও দূষণ মোকাবেলার প্রস্তুতি থাকিতে হইবে এবং উহা নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে;

(৫) প্রতিটি তীর সংলগ্ন নৌসংশ্লিষ্ট স্থাপনায় দূষণ প্রতিরোধে নির্ধারিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা ও দূষণ মোকাবেলার প্রস্তুতি থাকিতে হইবে এবং এ সকল সংস্থাকে পরিবেশ মন্তণালয়ের ছাড়পত্র ও নৌপরিবহন অধিদপ্তর হইতে সন্তোষজনক ভাবে নির্ধারিত জরিপ সম্পন্নের পর প্রতি বছর দূষণ প্রতিরোধ সনদ গ্রহন করিতে হইবে;

(৬) প্রতিটি ভাসমান স্থাপনায় দূষণ প্রতিরোধে নির্ধারিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা ও দূষণ মোকাবেলার প্রস্তুতি থাকিতে হইবে;

(৭) নাবিকদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা সম্পন্ন সকল অভ্যন্তরীণ নৌযানে নৌপরিবহণ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত সুপেয় পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৮) বন্দরে থাকা অবস্থায় কোন নৌযান হাইড্রোলিক হর্ণ ব্যবহার করিতে পারিবেনা।

(৯) অভ্যন্তরীণ নৌসীমানায় কোন নৌযান হইতে বা তীরসংলগ্ন কোন স্থাপনা বা ভাসমান স্থাপনা হইতে নিম্নোক্ত বর্জ্য বা পদার্থ সমুহ নদীতে বা সংলগ্ন এলাকায় নির্গত বা নিক্ষেপ করা যাইবেনা:-

(ক) তৈল অথবা তৈলাক্ত পদার্থ
(খ) অপরিশোধিত পয়ঃমল
(গ) দুর্গন্ধযুক্ত পানি ও কিচেন গার্বেজ
(ঘ) যে কোন ধরনের প্লাস্টিক ব্যাগ বা বস্তু
(ঙ) যে কোন ধরনের টক্সিক পদার্থ
(চ) জলজ প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর যে কোন বস্তু
(ছ) পানির স্বাভাবিক গুনাগুন ও রং নষ্টকারী কোন পদার্থ

অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল আইন - ২০১৯

(২) কোন পরিদর্শক উপধারা (১)-এর অধীন পরিদর্শনপূর্বক যদি মনে করেন যে, এই আইনের আওতায় কোন অপরাধ করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্তরূপ অপরাধ বিচার করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন নৌ-আদালতের নিকট লিখিতভাবে উক্ত বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ অভিযোগের ভিত্তিতে উক্ত আদালত অপরাধ আমলে নিতে পারিবে।

৮৮। **অভ্যন্তরীণ নৌ-যান ও নৌসংশ্লিষ্ট স্থাপনার ঝুঁকিপূর্ণ কার্যক্রম স্থগিত সংক্রান্ত বিধান** :—ধারা ৮৭ এর উপধারা (১)- এর অধীন কোন পরিদর্শক কর্তৃক কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান বা নৌসংশ্লিষ্ট স্থাপনা পরিদর্শন পুর্বক যদি প্রতীয়মান হয় যে, এই আইন বা আইনের অধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লংঘন করা হইয়াছে, যাহার ফলে সেখানে অবস্থিত জানমাল বা পরিবেশ ঝুঁকিপূর্ণ হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি অস্থায়িভাবে উক্ত নৌযানের চলাচল বা স্থাপনার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এই আইনের অনুসরন না করা পর্যন্ত স্থগিত রাখিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বরাবরে একটি স্থগিতাদেশ জারী করিবে এবং উহার প্রয়োগ নিশ্চিতকল্পে একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট নৌ-পুলিশ দপ্তরে প্রেরন করিবে।

৮৯। **নিবন্ধন সনদ অথবা জরিপকারকের সাময়িক চলাচলের অনুমতি সনদ ব্যতীত চলাচলকারী নৌ-যান আটকের ক্ষমতা** :— (১) ধারা ৮৭ -এর অধীন নিয়োজিত কোন পরিদর্শক যদি এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের ধারা ২২-এর উপধারা (১)-এর অধীন নিবন্ধন বা ধারা ১২-এর উপধারা (১)- এর অধীন জরিপ সনদ বা ধারা ১৩ -এর উপধারা (১)-এর অধীন প্রয়োজনীয় অনুমতি পত্র বা ধারা ৫৭ এর উপধারা (ক) মোতাবেক নৌ-রুটপারমিট, সময়সূচী, ভাড়াসূচি, নৌযাত্রার ঘোষনা পত্র নাই, তাহা হইলে তিনি উক্ত অভ্যন্তরীণ নৌযান আটক এবং বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৮৭-এর অধীন নিয়োজিত কোন কর্মচারী যদি এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান ধারা ১৩ -এর উপধারা (১)-এর বিধান-অনুযায়ী জরিপ সনদ এবং ধারা ৫৭ এর উপধারা (ক) এর বিধান অনুযায়ী নৌ-রুটপারমিট ব্যতীত চলাচল করিতেছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত অভ্যন্তরীণ নৌযান আটক বা বাজেয়াপ্ত করিবার পরিবর্তে নিবন্ধন সনদ, এবং মাস্টার ও ড্রাইভারের যোগ্যতা সনদ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন এবং এতদসংক্রান্ত একটি বাজেয়াপ্তকরন পত্র জারি করিবেন।

(৩) আটককৃত এবং বাজেয়াপ্তকৃত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিককে আটকের এবং বাজেয়াপ্তকরনের তারিখ হইতে (৩০) ত্রিশ দিনের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া না গেলে যুক্তিসংগত তদন্তের পর উক্ত নৌযান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে জনসম্মুখে নিলাম করা যাইবে।

৯০। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নৌ-পুলিশ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সহায়তা গ্রহণ** :— মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি অথবা এই আইনের বিধান অনুসারে নিয়োজিত কোন পরিদর্শকএই আইনের অধীন কোন কার্য সম্পাদন বা ক্ষমতা প্রয়োগকালে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা,নৌ-পুলিশ বা বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অনুরোধ পাইবার পর নৌ-পুলিশ বা কর্তৃপক্ষ আবশ্যিকভাবে সহায়তা প্রদান করিবে।

৯১। **ক্ষমতা অর্পণ** :—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের কোন বিধান প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার বা মহাপরিচালকের ক্ষমতা কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিতে পারিবে।

THE RAILWAY ACT. 1890
(ACT NO. IX 1890)

110. (1) If a person, without the consent of his fellow-passengers, if any, in the same compartment specially provided for the purpose, he shall be punished with fine which may extend to twenty Taka.

(2) If any person persists in so smoking after being warned by any railway servant to desist, he may, in addiction to incurring the liability mentioned in sub-section (1), be removed by any railway servant from the carriage in which he is travelling.

http://www.bdlaws.gov.bdisections_detail.php?i5&sectiontid=25724

কিশোর ধূমপান আইন ১৯১৯ এর অংশ বিশেষ

Preamble

WHEREAS it is expedient to make provision for the prevention of smoking by young persons; It is hereby enacted as follows:-

Short title, local extent and commencement

1.(1) This Act may be called the [1][** *] Juvenile Smoking Act, 1919.

(2) It extends in the first instance to Dhaka

Provided that the [2][Government] may, from time to time, by notification in the Official Gazette, extend this Act to any other town or place in [3][Bangladesh].

(3) It shall come into force on such date as the [4][Government] may. by notification in the Official Gazette, direct.

Definitions

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) "cigarettes" include cut tobacco rolled up in paper, tobacco leaf, or other material in such form as to be capable of immediate use for smoking;

(b) "police-officer" means a member of an established police force above the rank of a head constable; and

(c) "tobacco" means tobacco in any form, and includes any smoking mixture intended as a substitute for tobacco.

Prohibition against sale of tobacco. etc.., to young persons

3.(1) No person shall sell or give to a person apparently under the age of sixteen years any tobacco, pipes or cigarette papers, whether for his own use or not:

Provided that a person shall not be guilty of an offence under this sub-section for selling tobacco, other than cigarettes, to a person apparently under the age of sixteen years if he did not know, and had no reason to believe that it was for the use of that person.

(2) If any person contravenes the provisions of sub-section (1); he shall be liable on summary conviction before a Magistrate to a fine not exceeding ten Taka and in the case of a second offence to a fine not exceeding twenty rupees; and in the case of a subsequent offence to a fine not exceeding fifty rupees.

Power of police-officers and others to seize and destroy tobacco, etc., in the possession of a young person in certain places

4. It shall be lawful for a police-officer in uniform, or any other person or class of persons duly authorized by the [5][Government] in this behalf, to seize any tobacco, pipes or cigarette papers in the possession of any person apparently under the age of sixteen years whom he finds smoking in any street or public place, and to destroy any such article.

---

[1] The word 'Bengal' was omitted by Article 6 of the Bangladesh (Adaption of Existing Laws) Order, 1972 (President's order No. 48 of 1972

[2] The word 'Government' was replaced, for the words 'Provincial Government' by Article 8 of the Bangladesh (Adaption of Existing Laws) Order, 1972 (President's order No. 48 of 1972)

[3] The word 'Bangladesh' was replaced, for the words 'East Pakistan' by Article 5 of the Bangladesh (Adaption of Existing Laws) Order, 1972 (President's order No. 48 of 1972)

[4] The word 'Government' was replaced, for the words 'Provincial Government' by Article 8 of the Bangladesh (Adaption of Existing Laws) Order, 1972 (President's order No. 48 of 1972)

[5] The word 'Government' was replaced, for the words 'Provincial Government' by Article 8 of the Bangladesh (Adaption of Existing Laws) Order, 1972 (President's order No. 48 of 1972)

৩. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিভিন্ন সংজ্ঞা:

৩.১ এ নির্দেশিকায় 'আইন' বলতে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধন ২০১৩) কে বুঝাবে।

৩.২ সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে, এ নির্দেশিকায়–

৩.২.১ 'তামাক' অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর ধারা ২ এর উপধারা (খ)- এ সংজ্ঞায়িত তামাক।

৩.২.২ 'বিধি' অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫

৩.২.৩ 'তামাকজাত দ্রব্য' অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (গ) উপধারার সংজ্ঞায়িত তামাকজাত দ্রব্য।

৩.২.৪ 'ধূমপান এলাকা' অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর ধারা-২ (ঙ) এবং বিধি ৪ ও ৬ এ বর্ণিত ধূমপান এলাকা।

৩.২.৫ 'পাবলিক প্লেস' অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (চ) উপধারায় সংজ্ঞায়িত পাবলিক প্লেস।

৩.২.৬ 'পাবলিক পরিবহন' অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (ছ) উপধারায় সংজ্ঞায়িত পাবলিক পরিবহন।

৩.২.৭ 'ব্যক্তি' অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (ঝ) উপধারায় সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি।

৩.২.৮ 'ক্রীড়াঙ্গন' অর্থ খেলাধুলা ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত আচ্ছাদিত স্থানকে বুঝাবে: [ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ এর বিধি ৪ (ঝ)]

৩.২.৯ 'স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান' অর্থ সকল মাতৃসদন, ক্লিনিক বা হাসপাতাল ভবন ইত্যাদিকে বুঝাবে: [ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ এর বিধি ৪(গ)]। এছাড়া সকল মেডিকেল কলেজ, জেলা সদর হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক, ব্লাড ব্যাংক ও ডায়াগনস্টিক ক্লিনিকসমূহ এর আওতায় আসবে। [তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-এর ২(ঙ)]

৩.২.১০ 'হসপিটালিটি সেক্টর' বলতে বোঝাবে রেস্তোরাঁ, যে কোন ধরনের খাবারের দোকান ও উন্মুক্ত খাবারের দোকান, হোটেল, মোটেল, গেস্ট হাউজ, রিসোর্ট, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্র সৈকত (Sea beach), বার, পর্যটন কেন্দ্র, পিকনিক স্পট, থিম পার্ক, কমিউনিটি সেন্টার, পার্টি সেন্টার, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, প্রমোদতরীসহ এ সেক্টরের আওতায় পরিচালিত সকল প্রকার যান্ত্রিক যানবাহন এবং সরকার/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান/প্রতিষ্ঠান/পরিবহন। [হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কৌশলপত্র এর ২ (চ)]

৩.২.১১ 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান/পাবলিক প্লেস' বলতে বোঝাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন এলাকার সকল ধরনের সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খেলার মাঠ, স্টেডিয়াম, গ্রন্থাগার, লিফট, সকল আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র (Indoor work place), স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান, আদালত, বিমান বন্দর, সমুদ্র বন্দর, নৌ/নদী বন্দর, রেলওয়ে স্টেশন, বাস টার্মিনাল, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, মার্কেট, সুপার শপ/দোকান, হসপিটালিটি সেক্টরের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান, পাবলিক টয়লেট, পার্ক/শিশুপার্ক, মেলা, জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য অন্য কোন স্থান অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময়ে সময়ে ঘোষিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান।

৩.২.১২ "টাস্কফোর্স কমিটি" বলতে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০১৩ সালের সংশোধনীসহ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত টাস্কফোর্স কমিটিকে বুঝাবে।

৩.২.১৩. "কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" বলতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ১৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত বিধিমালার ৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কর্মকর্তাগণকে বুঝাবে।

৪. নির্দেশিকার যৌক্তিকতা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

৪.১ যৌক্তিকতা: জনস্বাস্থ্যের উন্নতি এবং একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অন্যতম দায়িত্ব। জনস্বাস্থ্যের উন্নতি এবং তামাকমুক্ত পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে একটি সমন্বিত উদ্যোগের অংশ হিসেবে এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া তামাকজাত দ্রব্য

৮. ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশনা:

৮.১ তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্র বা যেখানে তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হবে তার জন্য আবশ্যিকভাবে পৃথক ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা এবং প্রতিবছর নির্দিষ্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে আবেদনের মাধ্যমে উক্ত ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করা।

৮.২ ট্রেড লাইসেন্স গ্রহীতাদের অবশ্যই 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩)' এ বর্ণিত সকল বিধি নিষেধ মেনে চলতে হবে।

৮.৩ একটি ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান একটি জায়গায় ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে। একাধিক জায়গার/দোকানের জন্য পৃথক লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে এবং কোন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, খাবারের দোকান, মুদি দোকান ও রেস্তোরাঁতে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের লাইসেন্স প্রদান না করা।

৮.৪ হোল্ডিং নম্বর ব্যতীত কোন প্রকার তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্রকে লাইসেন্স প্রদান না করা।

৮.৫ সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আশেপাশে ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য কোন ট্রেড লাইসেন্স প্রদান না করা। তবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করলে আওতা বৃদ্ধি করতে পারবে।

৮.৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আশেপাশে ব্যতীত অন্যান্য স্থানে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও চাহিদা বিবেচনা করে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্রের ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৮.৭ পূর্বে যারা ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করেছেন তাদের ক্ষেত্রেও ৮.১ ও ৮.২ নির্দেশনা দু'টি প্রযোজ্য হবে।

৮.৮ তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় সংক্রান্ত ট্রেড লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নয় হিসাবে বিবেচিত হবে এবং লাইসেন্সটির একটি কপি বিক্রয় কেন্দ্রে অবশ্যই দৃশ্যমান অবস্থায় রাখতে হবে।

৮.৯ বাংলাদেশে প্রস্তুত নয় বা বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন নেই এমন কোন তামাকজাত দ্রব্য (বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, জর্দা, সাদাপাতা, গুল, খৈনি, নস্যি, ইলেকট্রনিক সিগারেট, তরল নিকোটিন, হিটেড সিগারেট, ভেজিং মেশিন) এবং সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যতীত কোন তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করা যাবে না।

৮.১০ তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুত হয় এমন চুল্লি বা কারখানাকেও ট্রেড লাইসেন্সের আওতায় আনতে হবে এবং সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আশেপাশে ১০০ মিটারের মধ্যে কোন প্রকার চুল্লি বা কারখানাকে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা যাবে না।

৯. যে সকল কারণে লাইসেন্স বাতিল করা হবে:

৯.১ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর অধীনে প্রদত্ত বিধি-বিধান পালনে ব্যর্থ হলে বা উক্ত আইন লঙ্ঘন করলে;

৯.২ এ নির্দেশিকার বিধান পালনে ব্যর্থ হলে বা লঙ্ঘন করলে বা বাস্তবায়নে অসহযোগিতা প্রদর্শন করলে।

১০. সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন:

প্রতিটি পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন কর্তৃপক্ষ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) অনুযায়ী পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন করতে হবে এবং এর জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে-

১০.১ ধূমপানমুক্ত এলাকায় "ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" মর্মে লিখিত সতর্কবাণী আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ধূমপানমুক্ত সাইনসহ দৃষ্টিযোগ্য একাধিক স্থানে বাংলা এবং ইংরেজিতে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০.২ সতর্কতামূলক নোটিশ সাদা জমিনে লাল অক্ষরে বা লাল জমিনে সাদা অক্ষরে লিখতে হবে।

১০.৩ যদি কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে একাধিক প্রবেশপথ থাকে তবে একাধিক প্রবেশপথের দৃষ্টিগোচর স্থানে সতর্কতামূলক নোটিশ প্রর্দশন করতে হবে।

৭. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) বাস্তবায়নে গণপরিবহন মালিক, শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়ক প্রস্তাবনা

পাবলিক পরিবহন ও পাবলিক প্লেসে ধূমপানমুক্ত পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে কার্যকরভাবে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' (সংশোধিত ২০১৩) বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ এবং এতদসংক্রান্ত প্রচলিত অন্যান্য আইন বা এর অধীন প্রণীত বিধিমালার আলোকে গণপরিবহন মালিক, শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও করণীয় নিম্নরূপ

৭.১ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এর করণীয়

- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধি সম্পর্কেসকল নাগরিকের কাছে ব্যাপক প্রচারের জন্য নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা।
- আওতাধীন সকল অফিস/কর্মক্ষেত্র, পাবলিক পরিবহন ও পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপককে সহায়তা ও দিক নির্দেশনা প্রদানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- বিআরটিএ-এর ব্যবহৃত বিভিন্ন ফরম/কাগজপত্র/ডকুমেন্টে তামাক বিরোধী বার্তা প্রদান করা।
- সিটিজেন চার্টারে ধূমপানমুক্ত বিষয়ক তথ্য লিপিবদ্ধ করা।
- আওতাধীন প্রতিটি পাবলিক পরিবহন ও পাবলিক প্লেসে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী সর্তকতামূলক নোটিশ প্রদর্শন নিশ্চিত করা।
- ফিটনেস সনদ প্রদানকালে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় পরিবহনের এমন স্থানে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে নির্দিষ্ট আকারের সতর্কতামূলক সাইনেজ নিশ্চিত করা।
- বিআরটিসিসহ সরকারি ও বেসরকারি অন্যান্য যে সকল প্রতিষ্ঠান মোটরযান চালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে, তাদের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকারক দিক ও ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) অমান্যকারীর শাস্তির বিধানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করা।
- সড়ক পরিবহণ আইন ২০১৮ এর ৪৯ ধারা বাস্তবায়নকল্পে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী গণপরিবহন ও বাস টার্মিনালে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা।

৭.২ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন(বিআরটিসি) এর করণীয়

- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধি সম্পর্কে সকল নাগরিকের কাছে ব্যাপক প্রচারের জন্য নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা।
- আওতাধীন প্রতিটি পাবলিক পরিবহন ও পাবলিক প্লেসে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী সর্তকতামূলক নোটিশ প্রদর্শন নিশ্চিত করা।
- বিআরটিসির আওতাধীনসকল মোটরযান চালক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহঅন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করা।

৭.৪বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) এর করণীয়

- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধি সম্পর্কে সকল নাগরিকের কাছে ব্যাপক প্রচারের জন্য নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা।
- লঞ্চসমূহের ফিটনেস সনদ প্রদানকালে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় পরিবহনের এমন স্থানে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে নির্দিষ্ট আকারের সতর্কতামূলক সাইনেজ নিশ্চিত করা।
- আওতাধীন প্রতিটি পাবলিক পরিবহন লঞ্চে ও টার্মিনাল এলাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী সর্তকতামূলক নোটিশ প্রদর্শন নিশ্চিত করা।
- বিআইডব্লিউটিএ আওতাধীনসকল নৌ-পরিবহন কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহঅন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করা।

৭.৫ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন(বিআইডব্লিউটিসি) এর করণীয়

- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধি সম্পর্কে সকল নাগরিকের কাছে ব্যাপক প্রচারের জন্য নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা।
- আওতাধীন প্রতিটি পাবলিক পরিবহন ফেরীতে ও পন্টুন এলাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী সর্তকতামূলক নোটিশ প্রদর্শন নিশ্চিত করা।
- ফেরী ও অন্যান্য নৌ-যানসমূহজরিপকালে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় পরিবহনের এমন স্থানে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে নির্দিষ্ট আকারের সতর্কতামূলক সাইনেজ নিশ্চিত করা।
- বিআইডব্লিউটিসি আওতাধীনসকল প্রশিক্ষণ কারিকুলামে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহঅন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করা।

৭.৬ কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার করণীয়

[জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সকল প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা; সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা; বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা; সাব-ইনস্পেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নন এমন পুলিশ কর্মকর্তা; মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নন এমন কর্মকর্তা; উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেঙ, সিভিল সার্জনের কার্যালয়; পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন এ কর্মরত স্যানিটারি ইনস্পেক্টর; অগ্নি নির্বাপণ বা বেসামরিক প্রতিরক্ষা অধিদপ্তরে কর্মরত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা এবং কারখানা পরিদর্শক]

- পাবলিক পরিবহণ ও টার্মিনাল এলাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নেসকল কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সমন্বিতউদ্যেগ গ্রহন করা।
- পাবলিক পরিবহণ ও টার্মিনাল এলাকায় সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী 'সতর্কতামূলক নোটিশ' প্রদর্শন নিশ্চিত করাতেযথাযথ উদ্যোগনেয়া।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী সর্তকতামূলক নোটিশ প্রদর্শন না করলে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টপ রিবহণ মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, ম্যানেজারের দৃষ্টি আকর্ষন করা, এবং তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা।
- পাবলিক পরিবহণ ও টার্মিনাল এলাকায় কোন যাত্রী, চালক, পরিবহনকর্মীবা অন্য কেউ ধূমপান বা তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করলে, তাকে বিরত করা অথবা বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট আয়োজনে এনফোর্সমেন্ট বিভাগগুলোকে উজ্জিবিত করা।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অমান্য করে ধূমপান বা তামাকজাতদ্রব্য ব্যবহারের ঘটনা তাৎক্ষনিকভাবে অবহিত করতে সাধারন মানুষকে উৎসাহিত করা এবং বিনামূল্যে টেলিফোনে যোগাযোগের জন্য 'হটলাইন' সেবার ব্যবস্থা করা।

৭.৭ পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপককের দায়িত্ব

- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী পরিবহন অফিস/কর্মক্ষেত্র ও পাবলিক পরিবহণে, 'সতর্কতামূলক নোটিশ' প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করা।
- গণপরিবহনে চালক অথবা সুপারভাইজার নিয়োগের ক্ষেত্রে, নিয়োগের শর্তাবলীতে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি উল্লেখ রাখা।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে অধীনস্থ কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে কর্ম এলাকায় ধূমপান বা তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে নোটিশ প্রদান করা।
- সেবা গ্রহণকারী বা পরিবহন যাত্রী ধূমপান করলে, তাকে বিরত করা, অথবা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- গণপরিবহনের ভিতরের দিকে সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে পরিবহনের পরিচিতি নাম্বার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উল্লেখিত রাখা যাতে চলমান অবস্থায় কেউ ধূমপান বা তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করলে যাত্রীরা সুনির্দিষ্টভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারে।

৭.৮ পাবলিক পরিবহণ চালক এবং অন্যান্য কর্মীদের দায়িত্ব

- নিজে ধূমপান বা তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করবে না।
- সেবা গ্রহণকারী বা যাত্রী ধূমপান বা তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করতে চাইলে, তাকে বিরত করবে, অথবা বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারী বিভাগসমূহের ইস্যুকৃত নির্দেশনামূলক চিঠি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি
পুরাতন বিমান বন্দর সড়ক
এলেনবাড়ি, তেজগাঁও, ঢাকা।

স্মারক নং-বিআরটিএ/এনফোর্সঃ/এন-৪২/২০০৯-০৬ তারিখঃ ০৬-০১-২০১১ খ্রিঃ

বিষয় ঃ পাবলিক পরিবহনে ধূমপানমুক্ত সাইন/স্টিকার স্থাপন সংক্রান্ত।

উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, পাবলিক পরিবহনে কতিপয় যাত্রীসহ বাসের চালক ও হেলপার ধূমপান করে থাকেন, যা ধূমপানকারীসহ পাশের যাত্রী সাধারণের জন্য চরম স্বাস্থ্য ঝুকির কারণ। "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫" এর ৪ ধারা অনুযায়ী পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান করা শাস্তিযোগ্য দন্ডনীয় অপরাধ। এছাড়া উক্ত আইনের ৮ ধারা অনুসারে সকল পাবলিক পরিবহনে "ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" সম্বলিত নোটিশ বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শন করা বাধ্যতামুলক।

এ অবস্থায়, আপনাদের সংগঠনের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল পাবলিক পরিবহনকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করার পাশাপাশি বাসের ভিতরে **"ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ"** ও বাসের বাহিরে "ধূমপামুক্ত পরিবহন" সম্বলিত নোটিশ/স্টিকার স্থাপন করা এবং বাসচালক/হেলপার/যাত্রী-কে বাসে ধূমপান করা হতে বিরত রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানসহ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। পাবলিক পরিবহন শতভাগ ধূমপানমুক্ত করার লক্ষ্যে নতুন পাবলিক পরিবহন রেজিস্ট্রেশন দেয়ার ক্ষেত্রে এবং পুরাতন পাবলিক পরিবহনের ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের সময় উপর্যুক্ত বিষয়াবলী বিবেচনায় নেয়া হবে।

পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্ত রাখার জন্য আপনার সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি।

স্বাক্ষরিত/-
০৬/০১/১১
(মোঃ আইয়ুবুর রহমান খান)
চেয়ারম্যান
বিআরটিএ।

মহাসচিব,
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি,
পরিবহন ভবন,
২১, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

স্মারক নং- বিআরটিএ/এনফোর্সঃ/এন-৪২/২০০৯-০৬/১(২) তারিখঃ ০৬-০১-২০১১খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য ঃ

১। সচিব, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, বাড়ি # ৪৯, সড়ক ৪/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত/-
০৬/০১/১১
(তপন কুমার সরকার)
পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)

বিআরটিএ'র সকল অফিস ধূমপানমুক্ত ঘোষণা এবং সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন প্রসঙ্গে বিআরটিএ চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত চিঠি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
সদর কার্যালয়, বিআরটিএ ভবন,
নতুন বিমান বন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২।
ওয়েবঃ www.brta.gov.bd

স্মারক নং- ৩৫.০৩.০০০০.০০৭.২৯.২০.১৯-২৩৯৮ তারিখঃ ১৯-০৫-২০১৯খ্রিঃ।

অফিস আদেশ

বিষয়ঃ বিআরটিএ'র সকল অফিস "ধূমপানমুক্ত" ঘোষণা এবং সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন প্রসঙ্গে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক বিবেচনা করে "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫" প্রণয়ন করেছেন। উল্লেখিত আইনের ৪(১) ধারা মোতাবেক পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহণে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাবলিক প্লেস হিসেবে বিআরটিএ সদর কার্যালয় ও সকল বিভাগীয় অফিস এবং সার্কেল অফিসসমূহকে "ধূমপানমুক্ত এলাকা" ঘোষণা করা হলো। অফিস প্রধানগণ এ আদেশ যথাযথ ভাবে কার্যকর করবেন। বিআরটিএর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ জনগণকে ধূমপানে নিরুৎসাহিত করবেন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বিষয়টি তদারকী করবেন।

০২। উল্লেখিত আইনের ধারা ৮-এ প্রত্যেক পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধয়াক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক কর্তৃক উক্ত ভবনের এক বা একাধিক জায়গায় "ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" সংম্বলিত নোটিশ বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শনের নির্দেশনা রয়েছে। কোন পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধয়াক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উক্ত বিধান লংঘন করলে তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন।

০৩। এমতাবস্থায়, বিআরটিএ'র সকল বিভাগীয় অফিস ও সার্কেল অফিসের দৃশ্যমান স্থানে একাধিক জায়গায় উল্লিখিত নোটিশ প্রদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল। বিআরটিএ'র ওয়েব সাইটে নোটিশ বোর্ডে নমুনা কপি দেয়া আছে।

স্বাক্ষরিত/-
১৯/০৫/২০১৯
মোঃ মশিয়ার রহমান
চেয়ারম্যান
ফোন ঃ ০২-৫৫০৪০৭১১

বিতরণ ঃ

১. পরিচালক (প্রশাঃ/ইঞ্জিঃ/অপাঃ/রোড সেফটি/প্রশিঃ)/সচিব, বিআরটিএ, সদর কার্যালয়, ঢাকা।
২. উপ- পরিচালক, বিআরটিএ বিভাগ (সকল)..... ।
৩. সহকারী-পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ সার্কেল (সকল)..... ।

অনুলিপিঃ (জ্ঞাতার্থে)

১. সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, তোপখানা রোড, ঢাকা।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সভাপতি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ধানমন্ডি, ঢাকা।

পাবলিক পরিবহনসমূহে ধূমপানমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে ধূমপানমুক্ত সাইন/ষ্টিকার প্রদর্শন প্রসঙ্গে বিআরটিএ চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত চিঠি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ(বিআরটিএ)
সদর কার্যালয়, বিআরটিএ ভবন,
নতুন বিমান বন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২।
ওয়েবঃ **www.brta.gov.bd**

স্মারক নং- ৩৫.০৩.০০০০.০০৭.২৯.২০.১৯-২৩৯৯ তারিখঃ ১৯-০৫-২০১৯খ্রিঃ।

বিষয়ঃ পাবলিক পরিবহনসমূহে ধূমপানমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে ধূমপানমুক্ত সাইন/স্টিকার প্রদর্শন প্রসঙ্গে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক বিবেচনা করে "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫" প্রণয়ন করেছেন। উল্লেখিত আইনের ৪(১) ধারা মোতাবেক পাবলি প্লেস ও পাবলিক পরিবহণে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।এছাড়া পাবলিক পরিবহনে ধূমপানরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উক্ত আইনের ৮ ধারা মোতাবেক সকল পাবলিক পরিবহনে "ধূমপান হতে বিরত থাকুন,ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" সংম্বলিত নোটিশ বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শন করা বাধ্যতামূলক।

০২। উপরোক্ত আইনের আলোকে এবং গত ২৫/০৩/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে মালিক-শ্রমিক নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে বিআরটিএ সদর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তনুসারে আগামি ০২ মাসের মধ্যে সকল পাবলিক পরিবহনের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান স্থানের একাধিক জায়গায় উল্লেখিত নোটিশ গাড়ীর মালিক কর্তৃক নিজ উদ্যোগে প্রদর্শন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হল। ৪০ সেন্টিমিটার/২০ সেন্টিমিটার (নূন্যতম) সাইজের স্টিকার লাল এর উপর সাদা অথবা সাদার উপর লাল রং এর লিখা হতে হবে। (নমুনা সংযুক্ত)

০৩। আগামী ০১/০৮/২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে ভ্রাম্যামান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে আইন অমান্যকারীকে পাবলিক পরিবহনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অনুসারে জরিমানার আওতায় আনা হবে।

স্বাক্ষরিত/-
১৯/০৫/২০১৯
মোঃ মশিয়ার রহমান
চেয়ারম্যান
ফোন ঃ ০২-৫৫০৪০৭১১

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. পরিচালক (প্রশাঃ/ইঞ্জিঃ/অপাঃ/রোড সেফটি/প্রশিঃ)/সচিব, বিআরটিএ, সদর কার্যালয়, ঢাকা।
২. নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), বিআরটিএ, সদর কার্যালয়, ঢাকা।
৩. মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি, বোরাক টাওয়ার, ১১৭, কাজী নজরুল ইসলাম এ্যাভিনিউ, ঢাকা।
৪. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
৫. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাস মালিক সমিতি, মহাখালি বাস টার্মিনাল, মহাখালি, ঢাকা।
৬. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাস মালিক সমিতি, গাবতলী বাস টার্মিনাল, গাবতলী, ঢাকা।
৭. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাস মালিক সমিতি, সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল, সায়েদাবাদ, ঢাকা।
৮. চেয়ারম্যান/জেনারেল সেক্রেটারী, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন, ২৫৭/ক, বাগবাড়ি, গাবতলী, মিরপুর-১, ঢাকা।
৯. চেয়ারম্যান/জেনারেল সেক্রেটারী, ঢাকা জেলা বাস-ট্রাক ওনার্স গ্রুপ,২৩১/ক, বাগবাড়ি, গাবতলী, ঢাকা।
১০. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়ন, ২৫৭/ক, বাগবাড়ী, চাঁদতারা মসজিদ, গাবতলী, ঢাকা।
১১. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়ন, মহাখালী/সায়েদাবাদ/গাবতলী বাস টার্মিনাল, ঢাকা।
১২. প্রধান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন- হেল্থ সেক্টর, শ্যামলী, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
২। সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, তোপখানা রোড, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, বিআরটিসি ভবন, ২১, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সভাপতি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ধানমন্ডি, ঢাকা।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ঢাকা নদীবন্দর ও নৌ-যানসমূহে ধূমপানমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা প্রসঙ্গে বিআইডব্লিউটিএ যুগ্ম-পরিচালক (বন্দর) স্বাক্ষরিত চিঠি

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

BANGLADESH INLAND WATER TRANSPORT AUTHORITY

বি.আই.ডব্লিউ.টি.এ ভবন	যুগ্ম-পরিচালক(বন্দর) এর দপ্তর	BIWTA BHABAN
১৪১-১৪৩, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা	ঢাকা নদী বন্দর	141-143, MOTIJHEEL C/A,
পোষ্ট বক্স ৭৬, ঢাকা-১০০০	সদরঘাট, ঢাকা।	POST BOX 76, DHAKA-1000
বাংলাদেশ	ফোন নং-৪৭১১৩৩৭২, ফ্যাক্স নং-৯৫১২৮১১।	BANGLADESH

নথি নং- ১৮.১১.২৬০০.০৬৬.০১.১৮/১৩৬০ তারিখ: ১৫-৩-২০২০ খ্রি:।

বিষয়: তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ঢাকা নদী বন্দর ও নৌ-যানসমূহে ধূমপান মুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে ক্ষতির দিক বিবেচনা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫" প্রণয়ন করা হয়। উল্লেখিত আইনের ৪(১) ধারা মোতাবেক পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য গ্রহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাবলিক প্লেস হিসেবে নদী বন্দর এলাকা ও পাবলিক পরিবহন হিসেবে সকল নৌ-যানে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য গ্রহন সম্পূর্নভাবে নিষিদ্ধ। আইন অনুসারে ঢাকা নদী বন্দর ও সকল নৌ-যান; বিশেষ করে নদী বন্দর ভবন ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষনা করা বচ্ছে। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় ইউনিট প্রধানগণ, আইন শৃংখলা বাহিনী, নৌ-পুলিশ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করবেন। "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫" বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন থাকার জন্য অনুরোধ করা হল।

স্বাক্ষরিত/-
১৫/০৩/২০২০
(এ কে এম আরিফ উদ্দিন)
যুগ্ম-পরিচালক(বন্দর)
ফোন নং- ০১৭১-২৫৩৭০২৭

বিতরন জ্যেষ্ঠতার ক্রম অনুসারে:
১. যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-নিট্রা), ঢাকা নদী বন্দরবিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, সদরঘাট, ঢাকা।
২. যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), ঢাকা নদী বন্দরবিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, সদরঘাট, ঢাকা।
৩. প্রকৌশলী ও জাহাজ জরীপকারক এবং অভ্যন্তরীণ নৌ-যান রেজিস্ট্রার, সদরঘাট, ঢাকা।
৪. নির্বাহী প্রকৌশলী(পূর), ঢাকা ডিভিশন, বিআইডব্লিউটিএ, সদরঘাট, ঢাকা।
৫. অফিসার ইনচার্জ, সদরঘাট নৌ-থানা, ডিভিশন, সদরঘাট, ঢাকা।
৬. ইনচার্জ, টার্মিনাল পুলিশ ফাড়ি, ডিএমপি, ঢাকা।
৭. প্লাটুন কমান্ডার, আনসার ভিডিপি, ঢাকা নদী বন্দর, সদরঘাট, ঢাকা।
৮. সভাপতি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল(যাপ) সংস্থা, ঢাকা।
৯. সভাপতি, বাংলাদেশ লঞ্চ মালিক সমিতি, সদরঘাট টার্মিনাল ভবন, ঢাকা।
১০. সভাপতি, বাংলাদেশ নৌ-যান শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলা বাজার, ঢাকা।
১১. আহ্বায়ক, বিআইডব্লিউটিএ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, রেজি:বি-২১৭৬(সিবিএ), সদরঘাট, ঢাকা।
১২. সভাপতি, বাংলাদেশ ঘাট শ্রমিকলীগ, সদরঘাট, ঢাকা।
১৩. সভাপতি, নৌকা মাঝি সমবায় সমিতি, সদরঘাট, ঢাকা।

অনুলিপি:
১. সচিব, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
২. পরিচালক, বন্দর ও পারবহন বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
৩. পরিচালক, নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
৪. সমন্বয় কর্মকর্তা, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
৫. সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
৬. সভাপতি, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৭. সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, তোপখানা রোড, ঢাকা।
৮. পরিচালক, স্বাস্থ্য ঢাকা আহছানিয়া মিশন, শ্যামলী, ঢাকা।
৯. নথি।

স্বাক্ষরিত/-
১৫/০৩/২০২০
যুগ্ম-পরিচালক(বন্দর)

ধূমপান বিরোধী স্টিকারে বিআরটিএ এর মনোগ্রাম/লোগো ব্যবহারে অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে বিআরটিএ চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত চিঠি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
বিআরটিএ ভবন
নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২।
(রোড সেফটি শাখা)
www.brta.gov.bd

স্মারক নং-৩৫.০৩.০০০০.০০৮.৯৯.১৫.১৬(অংশ-১)/২০-৩১ তারিখ: ০৪/০২/২০২১

বিষয়: গণপরিবহনে ধূমপান বিরোধী সাইনেজ ও স্টিকার লাগানো প্রসঙ্গে।
সূত্র: ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টিভিটিস অফ সোসাইটি (ডাস) এর ২৫/০১/২০২০খ্রি: তারিখের পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সুত্রোস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন- বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশ সরকারের ধূমপান মুক্ত বাংলাদেশ ভিশন-২০৪০ অর্জনের লক্ষ্যে ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টিভিটিস অফ সোসাইটি (ডাস) কর্তৃক মুদ্রিত ধূমপান বিরোধী স্টিকার ও স্থায়ী সাইনেজের নমুনা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

এমতাবস্থায়, ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টিভিটিস অফ সোসাইটি (ডাস) কর্তৃক মূদ্রিত উক্ত স্টিকার ও স্থায়ী সাইনেজ বিভিন্ন গণপরিবহনে প্রদর্শন/লাগানোর বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-

(মো: শহীদুল্লাহ)
উপপরিচালক (রোড সেফটি) অ:দা:
ফোন: ৫৫০৪০৭৩৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. উপপরিচালক (ইঞ্জি:), ঢাকা বিভাগীয় অফিস, মিরপুর-১৩, ঢাকা।
২. সহকারি পরিচালক (ইঞ্জি:), ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১/২/৩)/, ঢাকা জেলা সার্কেল, ঢাকা।
৩. মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ইউনিক হাইটস বিল্ডিং (৪র্থ তলা), ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, রমনা, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন, ২৫৭/ক, বাগবাড়ী, হাজী আহসান উল্লাহ কমপ্লেক্স, মিরপুর-১, ঢাকা।
৫. সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা।
৬. সভাপতি/ সাধারন সম্পাদক, বাস মালিক সমিতি, সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল, ঢাকা।
৭. সভাপতি/ সাধারন সম্পাদক, বাস মালিক সমিতি, গাবতলী বাস টার্মিনাল, ঢাকা।
৮. সভাপতি/ সাধারন সম্পাদক, বাস মালিক সমিতি, মহাখালী বাস টার্মিনাল, ঢাকা।
৯. সভাপতি/ সাধারন সম্পাদক, ঢাকা জেলা যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়ন, গাবতলী বাস টার্মিনাল, ঢাকা।
১০. সভাপতি/ সাধারন সম্পাদক, বাস মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়ন, মহাখালী বাস টার্মিনাল, ঢাকা।
১১. কার্যকরি সভাপতি, সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল শ্রমিক কমিটি, সায়েদাবাদ, ঢাকা।

অনুলিপি:

১. চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা।
২. প্রকল্প পরিচালক (টোব্যাকো কন্ট্রোল), ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টিভিটিস অফ সোসাইটি (ডাস) , মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

ধূমপান বিরোধী স্টিকারে বিআইডব্লিউটিএ এর মনোগ্রাম/লোগো ব্যবহারে অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের উপপরিচালক স্বাক্ষরিত চিঠি

L-1--408- NABI

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

BANGLADESH INLAND WATER TRANSPORT AUTHORITY

Website: www.biwta.gov.bd Facebook Page: www.facebook.com/biwta1958
বিআইডব্লিউটিএ ভবন, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, পোস্ট বক্স নং-৭৬, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
BIWTA BHABAN, 141-143, MOTIJHEEL C/A, POST BOX 76, DHAKA-1000, BANGLADESH

Grams: AUTHORITY
Fax: 880-2-9551072
Phones: 9556151-55, 9555042, 9552039, 9552027

স্মারক নং-১৮.১১.০০০০.১২৩.৯৯.১১৪.২১/ ২৭০২ তারিখঃ ১৫ /১১/২০২২খ্রিঃ

বিষয়ঃ ধূমপান বিরোধী স্টিকারে বিআইডব্লিউটিএ'র মনোগ্রাম/লোগো ব্যবহারে অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টিভিটিস অফ সোসাইটি (ডাস) এর ০৪/১০/২০২২ তারিখের পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ আবেদনের প্রেক্ষিতে জনানো যাচ্ছে যে, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০০৫ বাস্তবায়ন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধূমপান মুক্ত বাংলাদেশ-২০৪০ ভিশন অর্জনের লক্ষ্যে ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টিভিটিস অফ সোসাইটি (ডাস) কর্তৃক মুদ্রিত ধূমপান বিরোধী স্টিকারে বিআইডব্লিউটিএ'র মনোগ্রাম/ লোগো নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ঢাকা ও আরিচা ও দৌলতদিয়া নদী বন্দর/ ঘাটসমূহে ব্যহারের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছেঃ

(ক) স্টিকারে বিআইডব্লিউটিএ ও ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টিভিটিস অফ সোসাইটি(ডাস) এর মনোগ্রাম/লোগো ব্যতীত অন্য কোন মনোগ্রাম /লোগো ব্যবহার করা যাবে না;
(খ) এতে বিআইডব্লিউটিএ'র কোনো আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকবেনা।

২। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টিভিটিস অফ সোসাইটি (ডাস) কর্তৃক মুদ্রিত ধূমপান বিরোধী স্টিকার ও স্থায়ী সাইনেজের নমুনা এতদসংগে সংযুক্ত করে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

১৫/১১/২০২২

(মোঃ আবু ছালেহ কাইয়ুম)
উপপরিচালক(নৌনিট্রা)
নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

জনাব আমিনুল ইসলাম বকুল
টীম লীডার, তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প
ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টিভিটিস অফ সোসাইটি(ডাস)
বাসা-১৩/২১ , ব্লক-বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

অনুলিপি ঃ

১। যুগ্মপরিচালক (নৌনিট্রা), ঢাকা নদী বন্দর, বিআইডব্লিউটিএ, সদরঘাট, ঢাকা।
২। উপপরিচালক (বওপ), বিআইডব্লিউটিএ, আরিচা নদী বন্দর, শিবালয়, মানিকগঞ্জ।
৩। সহকারী পরিচালক (নৌনিট্রা), বিআইডব্লিউটিএ, আরিচা নদী বন্দর, শিবালয়, মানিকগঞ্জ।
৪। প্রেসিডেন্ট, বাঅনৌচ (যাপ) সংস্থা, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ঢাকা।
৫। সভাপতি, লঞ্চ মালিক সমিতি বাংলাদেশ, সদরঘাট টার্মিনাল ভবন, সদরঘাট, ঢাকা
৬। সমন্বয় কর্মকর্তা, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
৭। ব্যক্তিগত সহকারী, সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন) মহোদয়ের দপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
৮। নথি।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

উপপরিচালক (নৌনিট্রা)

বিআইডব্লিউটিসি এর লোগো ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে বিআইডব্লিউটিসি চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত চিঠি

বিআইডব্লিউটিসি
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
উপ-নৌ অধীক্ষক এর দপ্তর
২৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলামটর, ঢাকা-১০০০।
Web: www.biwtc.gov.bd

জরুরি
সীমিত

তারিখ: ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৪ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ১৮.১২.০০০০.১০১.৯৯.০১১.২২.২৩

বিষয়: বিআইডব্লিউটিসি'র লোগো ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

গত ২৩/১০/২০২২ খ্রি. বেসরকারি উন্নয়নমূলক সংস্থা ডেভলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস অব সোসাইটি (ডাস) বিআইডব্লিউটিস'র গণ পরিবহনে ধুমপানমুক্ত করণের জন্য বিআইডব্লিউটিসি'র লোগো ব্যবহার করার জন্য সংস্থার চেয়ারম্যান মহোদয় বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করেছেন। উক্ত পত্রে আপনি উল্লেখ করেন, ধূমপানের কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশে কমপক্ষে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেন (সূত্র: গ্যাটস রিপোর্ট ২০১৭)। এছাড়াও অনেকে নানারকম রোগে আক্রান্ত হয়। এই ভয়াবহ স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ ঘোষণার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। আপনি আরো উল্লেখ করেন, জাতিসংঘও তার টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রমে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী তামাকজনিত মৃত্যু এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায়, বেসরকারি উন্নয়নমূলক সংস্থা ডেভলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস অব সোসাইটি (ডাস) ঢাকা মহানগরীর ০৩ টা বাস টার্মিনাল (গাবতলী, মহাখালী এবং সায়েদাবাদ) এবং গণপরিবহণে ধুমপানমুক্ত করার জন্য বিআইডব্লিউটিএ'র লোগো ব্যবহার করে কাজ করে যাচ্ছে।

এমতাবস্থায়, আপনার আবেদনের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে আপনার প্রতিষ্ঠান ডেভলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস অব সোসাইটি (ডাস)-কে বিআইডব্লিউটিসি'র লোগো ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করা হলো।

১। স্টিকারে বিআইডব্লিউটিসি এবং ডেভলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস অব সোসাইটি (ডাস) এর মনোগ্রাম/লোগো ব্যতীত অন্য কোন মনোগ্রাম/লোগো ব্যবহার করা যাবে না।
২। এতে বিআইডব্লিউটিসি'র কোনো আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকবে না।

১৪-০৬-২০২৩
এস এম ফেরদৌস আলম
চেয়ারম্যান

টীম লিডার, তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প,, ডেভলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস অব সোসাইটি (ডাস), বাড়ি নং-১৩/২১, ব্লক-বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।।

বাংলাদেশের প্রধান নদীবন্দর ও নৌপরিবহন (লঞ্চ ও ফেরী) সমূহকে তামাকমুক্ত করা প্রসঙ্গে উপসচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের চিঠি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
টিএ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mos.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৮.০০.০০০০.০১৯.১৮.০২৬.২২.১২৩

তারিখ: ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
২২ মে ২০২৩

বিষয়: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-এর ঘোষণা 'আমরা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে চাই" বাস্তবায়নে বাংলাদেশের প্রধান নদী বন্দর ও নৌপরিবহণ (লঞ্চ ও ফেরি) সমূহকে তামাকমুক্ত করা প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব আমিনুল ইসলাম বকুল, টীমলীড, ডাস তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি এর নিকট থেকে প্রাপ্ত পত্রটি এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। এমতাবস্থায়, পত্রে বর্ণিত বিষয়ে বিধি মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

২২-৫-২০২৩
মোহাঃ আমিনুর রহমান
উপসচিব
ফোন: ৫৫১০০৮০৪
ফ্যাক্স: ৯৫১২২৮৩
ইমেইল: ds.ta@mos.gov.bd

চেয়ারম্যান
চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

স্মারক নম্বর: ১৮.০০.০০০০.০১৯.১৮.০২৬.২২.১২৩/১

তারিখ: ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
২২ মে ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সচিবের একান্ত সচিব, সচিব এর দপ্তর, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
২) জনাব আমিনুল ইসলাম বকুল, টীমলীড, ডাস তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

২২-৫-২০২৩
মোহাঃ আমিনুর রহমান
উপসচিব

টিটিসিসমূহে পরিচালিত ড্রাইভিং কোর্সে তামাক বিরোধী সচেতনতামূলক ভিডিও প্রদর্শন প্রসঙ্গে পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা) স্বাক্ষরিত বিএমইটির চিঠি

"থাকবো ভালো, রাখবো দেশ
বৈধপথে প্রবাসী আয়- গড়ব বাংলাদেশ"

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
প্রশিক্ষণ পরিচালনা শাখা
www.bmet.gov.bd

স্মারক নং: ৪৯.০১.০০০০.৩৪০.১৮.০০৬.১৮.৩৪২ তারিখ: ১৬/০৮/২০২৩ খ্রি:

বিষয়: টিটিসিসমূহে পরিচালিত ড্রাইভিং কোর্সে তামাক বিরোধী সচেতনতামূলক ভিডিও প্রদর্শন প্রসঙ্গে।
সূত্র: ডাস এর ২৩/৫/২০২৩ খ্রি: তারিখের পত্র;

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে টিটিসিসমূহে পরিচালিত ড্রাইভিং কোর্সে ডেভলপমেন্ট এ্যাকটিভিটিস অফ সোসাইটি-(ডাস) কর্তৃক তৈরীকৃত তামাক বিরোধী সচেতনতামূলক ভিডিওটি প্রদর্শন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ভিডিও কনটেন্ট (টিভিসি)।

স্বাক্ষরিত/-

১৬/০৮/২০২৩

প্রকৌ: মো: সালাহ উদ্দিন

পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা)

ফোন: +৮৮০২৪৮৩১৪৬৩৬

E-mail: dirtrg.bmet"gmail.com

অধ্যক্ষ

বিআইএমটি/আইএমটি (সকল)

টিটিসি (সকল)

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য।

১। পরিচালক, প্রশিক্ষণমান ও পরিকল্পনা, বিএমইটি, ঢাকা।
২। নির্বাহী পরিচালক, ডেভলপমেন্ট এ্যাকটিভিটিস অফ সোসাইটি-(ডাস), ১৩-এ-৩/এ, বাবর রোড, ব্লক বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), বিএমইটি, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারি (অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ) মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), বিএমইটি, ঢাকা।
৫। মাস্টার নথি/২০২২খ্রি:।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ
লাভ রোড, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮
ওয়েব সাইটঃ www.dtca.gov.bd

স্মারক নং- ৩৫.০২.০০০০.০০২.২৯.০০১.২১-১৬৬ তারিখঃ ০৬-০৩-২০২৩ খ্রিঃ

বিষয়ঃ গনপরিবহনকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা এবং নো-স্মোকিং সাইন স্থাপন সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর এ প্রত্যয় বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সম্প্রতি উদ্বোধনকৃত মেট্রোরেল ধূমপান মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ তে গণপরিবহন ধূমপানমুক্ত করার বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে।

০২। উল্লেখ্য যে, জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকার কর্তৃক প্রণীত ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০৫ এর ধারা-৪ এ পাবলিক প্লেস ও গণপরিবহণে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও আইনের ৮(১) উপ-ধারায় প্রত্যেক গনপরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপককে এক বা একাধিক স্থানে "সতর্কতামূলক নোটিশ" লাগানোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত আইনের ৮(২) উপ-ধারায় ধূমপানমুক্ত সাইন/নোটিশ না থাকলে অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদন্ড এবং উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বার বার একই ধরনের অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক দ্বিগুন হারে দন্ড প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে।

০৩। এমতাবস্থায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০৫ এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহের প্রতিপালন নিশ্চিত করতঃ গণপরিনহনকে ধূমপানমুক্ত ঘোষনা এবং আইন অনুসারে নো-স্মোকিং সাইন স্থাপনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।

(সাবিহা সুলতানা)
নির্বাহী পরিচালক
ডিটিসিএ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, রমনা, ঢাকা-১০০০।
২। সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।
৩। সভাপতি, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন, তেজগাঁও, ঢাকা।

প্রধান অফিস:
ডাস্ সেন্টার
চাকলা পাড়া, মহিষাকুন্ডু
ঝিনাইদহ-৭৩০০
০১৭১১ ৪৪৯০১৯
ই-মেইল: info@das-bd.org
www.das-bd.org
development activities of society-das

ঢাকা অফিস:
ডাস্ সেন্টার
১৩/এ-৩/এ, ব্লক-বি, বাবর রোড
মোহম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
০১৭১৩ ০৪০১২০
ই-মেইল: tobaccofreetransport@gmail.com
www.das-bd.org
development activities of society-das